উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নাট্যচর্চা (১৯৯০-২০০০)

নির্বাচিত নাট্যদল

এম.ফিল উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

আম্বিয়া খাতুন

পরীক্ষার ক্রমিক নম্বরঃ MPBE194015

ক্লাস রোল নম্বরঃ ০০১৭০০১০৩০১৭

রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ১৪২৩৫৭ (২০১৭-২০১৮)

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৭-২০১৯

তত্ত্বাবধায়কঃ

ড. শেখর সমাদ্দার

বাংলা বিভাগ , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

মে ২০১৯

This is to certify that the following papers continue original research on **উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নাট্যচর্চা (১৯৯০-২০০০): নির্বাচিত নাট্যদল** by Ambia Khatun to be submitted in order to fullfill partial requirement of degree of M.Phil (Bengali).
I further certify that neither this dissertation nor a part of it has been submitted in any other University for any diploma or degree.

Head	Supervisor
----------	----------
Dept. of Bengali	Dept. of Bengali
Jadavpur University	Jadavpur University

প্রস্তাবনা

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নাট্য ইতিহাসের বৃত্ত অনেক বেশি বিস্তারিত। এই জেলার নাট্য চর্চার ইতিহাস প্রায় দুই শত বছরের ও পুরনো। এখানে এখনও পর্যন্ত বহু দল তৈরি হয়েছে। তবে যেকোন নাট্য দলের লোকেরাই নিজ দলের সম্পর্কে কতটা সুদক্ষ ও অভিনয়ে পারদর্শী তা তাদের মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করে থাকেন। আর মঞ্চাভিনয়ের পাশাপাশি নাটকটির ভেতর দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন। যার ফলে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দিয়ে যতটা না সমাজ বাস্তবতা দিকটি না ফুটে ওঠে নাটক চর্চা ও অভিনয়ের ভেতর তা স্পষ্ট ভাবে ফুটে ওঠে।

নাটক চর্চা বিষয়টিকে কিছু দল অর্থ উপার্জন কাজে ব্যবহার করলেও কিছু দল তাদের আন্তরিক প্রীতি ও ভালো লাগা, ভালোবাসা থেকেই নাটক চর্চা ও অভিনয় করেন।নাটক শুধু বিনোদনের জন্য নয় জীবনের একটি দিকে আলো ফেলে পুরো জীবনের কথাকেই প্রকাশ করে।

আমি এখানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার নাট্য চর্চা ১৯৯০-২০০০ সাল পর্যন্ত ও কয়েকটি নির্বাচিত নাট্য দলকে নিয়ে গবেষণাধর্মী বিষয়টির মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। গবেষণা কাজ যদিও কোন দিন একক জায়গায় থেমে থাকে না নিত্যনতুন বিষয়বস্তু তৈরি হতেই থাকে, তবুও আমি এখানে আমার এই বিষয়টিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলাম।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আমাকে এম.ফিল পাঠ্যক্রম ভুক্ত গবেষণার এই বিষয়ে সবসময় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড: শেখর সমাদ্দার মহাশয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন,

আমাকে দলের কাছাকাছি সরাসরি যোগাযোগ ও পৌছাতে সাহায্য করেছে ইন্টারনেটের উইকিপিডিয়া মাধ্যম, যার জন্য আমি দলের পরিচালকদের সাক্ষৎকার নিতে পেরেছি।

সঙ্গে নাট্যশোধ সংস্থান এর সহযোগিতা পাওয়ায় এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি।

আমাকে আর ও একজন সবসময় সাহায্য করে গেছেন দাদা মিলন,তাকে ও ধন্যবাদ জানায়।

প্রত্যেকের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ রইলাম।

সূচিপত্র

ভূমিকাঃ..... 1-4

প্রথম পরিচ্ছেদঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সংস্কৃতি পরিচয় ও নাটকের ধারা 5-21

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার এলাকা 22-24

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ বর্তমানে সক্রিয় দল ও তাদের রাজনৈতিক পরিচয়..... 25-32

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ নির্দিষ্ট নাট্যদলের দলের কর্ম কান্ডের পরিচয়.....33-68

উপসংহার 69-71

গ্রন্থপঞ্জি 72

পরিশিষ্ট 73

ভূমিকা

বিভিন্ন প্রদেশে বহু কাল থেকেই নাটক চর্চা বিষয়টি এগিয়ে চলেছে,তবে বাংলায় দেখলে দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশে প্রথম দিক থেকে নাটক চর্চা করতে, এর অনুসরণ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় নাটক চর্চা করতে দেখা যায়। এই জেলার নাট্য চর্চা ইতিহাসটি যদি ও অনেক পুরনো। বিদেশ থেকে বহু মানুষ কাজে বহু জায়গায় যায় আর তাদের পরিবার পরিজনদের দুখ কষ্টের কথা ভুলে থাকতে যাত্রাপালায় যোগদান করতেন। এইভাবে ধীরে ধীরে যাত্রাপালা থেকে নাট্য মঞ্চের মধ্যে দিয়ে অভিনয় দেখাতে শুরু করেন। নাট্য চর্চা বিষয়টি বর্তমানে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই নাট্য মঞ্চ গুলিকে উন্নত মানের সরঞ্জাম ব্যবহার করতে চেষ্টা করছেন। ১৯৯০-২০০০সাল- এই সময়ে যতটা নাটক ও মঞ্চ আকর্ষণীয় ছিল বর্তমানে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই সময়টি বিশ্বায়ন ঘটে যাওয়ার পরবর্তীতে হওয়ায় বেশ কিছু দল ও নাটকে এই আন্দোলনের প্রভাব দেখা গেছে। দলের পরিচালকরা টিকিট দিয়েই নাটক দেখার ব্যবস্থা করেন। দর্শকদের কাছে টিকিট দিয়েই নাটক দেখা প্রবনতা আরও উৎসাহিত করে। এইভাবে নাটক চর্চা বিষয়টি বর্তমানে সকলের কাছে অনেক টাই আন্তরিক ভাবে ভক্তি পূর্ন হয়ে উঠেছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সঙ্গে অন্যান্য জেলার তুলনা করলে দেখা যায় এখানে অনেক টাই বেশি নাট্য দল গড়ে উঠেছে।কল্যাণী, নৈহাটি এলাকায় বহু যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। অনেক নাম করা শিল্পীদের ও উপস্থিত হতে দেখা গেছে। যেমন-বেলা সরকার, স্বপ্নন কুমার প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা রাতের পর রাত যাত্রা পালা অনুষ্ঠানে সাড়া ফেলে যেত দর্শকদের কাছে। জেলায় অন্য এলাকা থেকে নাট্য চর্চা বিষয়টিকে খুব বেশি ও ভালো করে আন্তরিক ভাবে ভক্তি ও

করেন, প্রতিটি দল চায় নিজদের দলের নাটক ও অভিনয়কে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে। প্রথম একটি দলের নাম পাওয়া যায় ১৯১০ সালে বারাসত ইভিনিং ক্লাব, অনেক নাটক অভিনীত হয়েছে। ১৯৮০সালে নামী নাট্য দল 'রূপান্তর' এর কথা জানা যায়। ২৪ নভেম্বর ১৯৯৬ গোবরডাঙা টাউন হলে এই নাট্য গোষ্ঠী তাদের ৯৬ তম প্রযোজনা মুন্সী প্রেমচন্দের দুটি গল্প'সজ্জনতা কা দন্ড'এবং 'নমক কা দারোগা' অবলম্বনে নভেন্দু সেনের 'তালপাতার সেপাই' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নাটকটির নিদর্শনায় ছিলেন শ্যামল দত্ত। উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙায় এই রূপান্তর নাট্য সংস্থা দীর্ঘ ২৩বছর সুস্থ ও ভালোভাবে নাট্যচর্চা করে চলেছেন। তালপাতার সেপাই নাটকটি আজকের সমাজের এক জীবন্ত দর্পণ, সৎ তবুও চাপা পড়ে যাচ্ছে। ঘুষ দিয়ে সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধি হলে ও তা কখনো স্থায়ী হয় না-এই বিশ্বাসের প্রতিফলনই সমগ্র নাটকটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নির্দেশক। ২০টি চরিত্র নিয়ে গঠিত এই নাটকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আলো ও আবহ ভালোই মনোযোগ আকর্ষণ করে। রমেন বসুর মঞ্চ পরিকল্পনা ও খুব সুন্দর ছিল। দলের সকলেই খুব ভালোভাবেই ভূমিকা নিয়েছিলেন।(CF-৫৫০)

এই নামী নাট্য দলটিকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই গোবরডাঙা নকসা(১৯৮০সাল) দলটির তৈরি হয়। এই দল নাট্য চর্চা বিষয়টিকে বহু বছর থেকেই চর্চা করে চলেছেন। তাঁরা তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টা ও আর্থিক পতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন তবুও দলের কর্ম প্রবনতাকে পিছু হটতে দেন নি। অনেক সময় অনেক দল বাধা বিপত্তির মুখে পড়েননি তা নয়, অনেক দল এইভাবে বন্ধ ও হয়ে গেছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিটি দল তাদের নাট্য চর্চাকে বজায় রেখেছেন।আটের দশকে বিভাস চক্রবর্তীর একাঙ্ক'ভিয়েতনাম'এবং তুষার দের একাঙ্ক' অথচ শিক্ষা বিচিত্রা'বিরাট জনপ্রিয়তা দিয়েছিল

এই নকসা নাট্য দলকে। এখনও পর্যন্ত এই নকসা নাট্য দল তাদের নানান রকমের নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন।

দলের প্রতিটি কর্মীই যে শুধু নাটকেই কাজ করেন তা নয়, এমন ও কর্মী বা লোক রয়েছেন যারা নাটক চর্চা ছাড়া ও অন্যান্য কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাঁরা অন্য কাজে যুক্ত রয়লেও নাটকের কাজে তাদের অত্যন্ত উৎসাহ রয়েছে। আসলে নাটক চর্চা ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি দলের নিজস্বতা রয়েছে।

অশোকনগর 'অনীক্ষা' নাট্য দলটির একটি নাটকের মধ্যে চট্টগ্রাম শিল্পের সংকটের কথা উল্লেখিত হয়েছে। চারপাশে যখন একটা একটা করে জুটমিল ধুকতে শুরু করেছে অথবা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সেই সময়ই নাট্যকার ও পরিচালক সমীর কুন্ড অঙ্গন রীতির ‘ফাঁস'নাটকে আর্থিক সংকটকে একটি পরিবারের চিত্র দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। জুটমিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিকদের হতাশাগ্রস্ত ছবির মধ্যে সেই সময়ের বিশ্বায়নের কথা উঠে এসেছে।

বারাসাতের ‘অনুশীলনী' নাটক দলের প্রয়োগ প্রধান মানস চক্রবর্তী। ইনি এই নাট্য দলের বহু প্রযোজনা মঞ্চস্থ করেছেন। একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ‘তিন নম্বর চোখ’। এই নাটকটির সম্পর্কে বলা যায় তিনি এখানে নাটকের শুরু থেকেই যেরকম ভাবে প্রস্তুত করেছেন তাতে কলকাতা গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিতে সক্ষম। নাট্য চর্চায় আগ্রহী লোকদের প্রচেষ্টায় কলকাতার সল্টলেকের বিধাননগর এলাকায় শুধু নাট্য কর্মীদের থাকার জন্য একটি ভবন গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেক সময় শহুরে নাগরিকরা মফঃস্বল বা কলকাতার বাইরের নাট্য গোষ্ঠীদের তেমন ভাবে পাত্তা দেয় না বা তাদের প্রয়োজনকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বোধ করে না। বসিরহাটের নাট্যদল ‘পুষ্করিণী

পুরুষ’ও ‘জীবনের জন্যে' নাটক দুটি ১৯.০৯.২০০০ সালে মঞ্চস্থ করেন শিশির মঞ্চে। নাটক দুটি খুব সুন্দর ভাবে অভিনয় করেন। অভিনয় দিয়ে তাঁরা এও বুঝিয়ে দেন যে তাদের দল ও কলকাতার নাট্যগোষ্ঠীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বেশিরভাগ এলাকার মানুষ নাটকের প্রতি আকৃষ্ট। নাটক চর্চা ও অভিনয় তাদের সকলের কাছেই প্রায় ভালোলাগা ও ভালোবাসার সামগ্রী। আর নাট্য দল গুলির কাছে ও নাটক চর্চা ও তা মঞ্চাভিনয় করা কারো কাছে সৌখিনতার আবার কারো কাছে অর্থ উপার্জন সামগ্রী হিসেবে পরিচিত হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দল গুলির মধ্যে নাটক চর্চা ও মঞ্চাভিনয় করা প্রধান বিষয় হল দর্শকদের কাছে বাস্তব জীবনের কথাকে পৌঁছে দেওয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সংস্কৃতি পরিচয় ও নাটকের ধারা:

- উত্তর চব্বিশ পরগনা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভৌগোলিক গুরুত্ব ও সংস্কৃতি খুব সুন্দর। এই জেলাটি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরের উত্তর পূর্ব দিকের একটি জেলা। অন্যান্য এলাকার থেকে এই জেলার সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি হিসেবেই্ ধরা হয়।
- ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক জনসংখ্যা এই জেলায় বেশি। জেলার নাট্য গোষ্ঠী গুলির সংখ্যার একত্রিত করলে দেখা যাবে সম্ভবত বাংলার সর্বাধিক নাট্য গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে এই জেলাতেই। ১৯১০সালে দেখা যায় প্রথম নাট্য শিল্প চর্চা শুরু হয়ে ছিল 'বারাসাত ইভিনিং ক্লাব'।

  কলকাতা থেকে ষাট কিমি দূরে গোবরডাঙা খুব বড়ো শহর নয় কিন্তু জন পদটির সংস্কৃতিক ঐতিহ্য গর্ব করার মত। এখানে অনেক গুলি নাট্য গোষ্ঠী নিয়মিত নাট্য চর্চায় যুক্ত। বাংলার নাট্য মহলে 'গোবরডাঙা নকসা' খুবই পরিচিত নাম। ১৯৮১সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটি প্রথম কয়েক বছর নিজেদের তুলে ধরেছিল নানান একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে। দলের একাঙ্ক নাটক জিয়নপালা, অথ শিক্ষা বিচিত্রা একাধিক নাট্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হয়েছে।

পরবর্তীতে নাট্য দল বাংলা নাটকের মূল স্রোতে পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রযোজনা'তিন পয়সার পালা' নামক মঞ্চস্থ করেন। এরপর থেকে নকসা আর পিছু ফিরে তাকানোর অবকাশ পায়নি বর্তমানে তারা বহনের এগিয়ে এসেছে। প্রায় ৩৮বছরের ও পুরনো এই দল নাট্য প্রযোজনা ছাড়া ও বাংলার নানান প্রান্তে নিয়মিত নাট্য প্রশিক্ষণ ও সেমিনার আয়োজন করেন নিয়মিত।

এক কথায় থিয়েটারে যা কিছু সব কিছুর সাথেই আছে' নকসা' আর বাংলা নাট্যক্ষেত্রে তাদের সামগ্রিক অবদানের জন্য স্বীকৃতি ও সাহচর্য অর্জন করে নিয়েছেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মনতরেকের। এই জেলায় যতটা নাটক চর্চা হয় ততটা হয়তো অন্যান্য জেলায় নাট্য চর্চা দিকটি অনেক কম দেখা যায়।

- উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় লোকায়ত সংস্কৃতি দিকটি অনেক বেশি এগিয়ে। এখানে যত লোকনাট্য মঞ্চস্থ হয় অনেক এলাকায় তা হয় না বললেই চলে। তবে মুর্শিদাবাদ এ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। এখনকার মানুষের লোকনাট্য যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত করতে ও দেখা গেছে। আবার নৈহাটি এলাকার দল গোষ্ঠী থিয়েটার যেমন করেন তেমন যাত্রাতেও এই এলাকা অনেকটাই এগিয়ে। নট্টো কোম্পানি আর্য অপেরা সকলেই নৈহাটি এলাকায় এসেছেন। প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জনপদ নৈহাটি। সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাস খুজলে ও নৈহাটি রীতিমতো রত্নসম। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর দাদা সঞ্জীব চন্দ্র, অনুশীলন সমিতির জন্মদাতা ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, চযাপদের আবিষ্কর্তা বিখ্যাত ভাষাবিদ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্যিক সমরেশ বসু, কিংবদান্তী গায়ক সুরকার শ্যামল মিত্রের জন্ম এই নৈহাটিতেই।

তবে শিল্প সংস্কৃতির পরিমন্ডল টুকু আজও অমলিন এই শহরে। বন্ধ কলকারখানার শশান আগলে রেখেই নৈহাটিতে গান বাজনা, নাটক, সিনেমা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। রঙিন আলো শব্দ – সুরে এখন ও প্রানবন্ত এই শহরে।

অভিনয়ের নেশা ও শহরের মজ্জায় মজ্জায় উৎপল দও, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, ডানে মুখোপাধ্যায় নৈহাটিতে নাটকের টানে একাধিক বার এসেছেন এই সব দিক পাল অভিনেতা-নাট্যকারারে। এখন ও মনোজ মিত্র, ব্রাত্য বসুও এসেছেন। শুধু নৈহাটি শহরেই ১৯টির ও বেশি

নাট্যদল রয়েছে। কলকাতা থেকে কয়েক কিমি দূরে হলেও এই শহরে সারাবছর ধরে নাট্য মেলার আয়োজন করেন এই নাট্য দল গুলি। শুরুর দিকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সমরেশ বসু ও তার স্ত্রী গৌরীদেবী। 'মাইকেল' নাটকে সমরেশ বসু অভিনয় করেছিলেন। সিধু গঙ্গোপাধ্যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার অভিনয় এখন ও নাট্য প্রেমীদের মনে সাড়া দিয়ে যায়। ব্রজগোপাল চক্রবর্তী ও ছিলেন এক দিকপাল অভিনেতা নিশীথরঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁদের দল নাম ছিল যাত্রিক।

নৈহাটিতে নাটকের পরিবেশ খুব ভালোই আছে। নৈহাটির বিধায়ক পার্থ বাবুর হাত ধরে গত কয়েক বছর ধরেই সংস্কৃতির মেলা উৎসব শুরু হয়েছে। শুধু থিয়েটার নয়, যাত্রাতেও এগিয়ে নৈহাটি। শান্তি গোপাল, স্বপনকুমার, বেলা সরকার রাতের পর রাত নৈহাটির যাত্রার দর্শককে মাতিয়ে রেখেছেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৬৪সালে সমরেশ বসুর উদ্যোগে নৈহাটি সিনে ক্লাবের জন্ম হয়। এই সময়ে সিনেমা ক্লাব থেকে সিনেমার ২টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যাতে নৈহাটি লালন ফকির চর্চা কেন্দ্র, লালন অক্যাডেমির কথা আছে।

- এলাকার লোকেদের মধ্যেই সাহিত্য বোধ, শিল্পের প্রতি টান ও রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রগাঢ়। এখনকার লোকেদের নাটক চর্চা দিকটিকে ভালো লাগা আবার কোন কোন জায়গায় উপার্জন স্বার্থেও কাজে লাগাতে দেখা যায়। তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ এলাকায় নিজের মতো করে নাট্য দল ও তৈরি করেছেন। আর প্রতিটি দলই প্রায় তাদের রচিত নাটক ও মঞ্চাভিনয় করে দেখানোর চেষ্টা করেন। নাটক চর্চা বিষয়টি তাদের কাজের সাথে সাথে ও বেশি আগ্রহ জনক ব্যাপার বলেই মনে হয়।

- ১৯৭৭সালের কাছাকাছি সময়ে বামপন্থী সরকার আসার পর রাজনৈতিক দলগত দিক থেকে সচেতন থেকে এই জেলায় নাটক চর্চা বেশি হতে থাকে। নাটক চর্চা বিষয়টি এলাকার বিভিন্ন মানুষের কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নাটক চর্চা দিকটি এখনকার বেশিরভাগ লোকেরাই দেখেন তাদের পেশাগত ভাবে জীবিকা হিসেবে অন্য কাজে জড়িত থাকলে ও নাটক চর্চাকে কখনোই অবহেলার চোখে দেখেননি। এর ফলে অন্যান্য শিল্প থেকে হয়তো নাটক শিল্পটিকে বেশিই ভাবতে ও কাজ করতে দেখা যায়। আর নাট্য দল ও তাই অনেক বেশি তৈরি হয়েছে। গ্রুপ থিয়েটার নামক প্রতিকায় দেখা যায় এই জেলার নাটক চর্চা অন্যান্য এলাকার থেকে বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে।

- আরেকটি ঐতিহ্য চোখে পড়ে এখনকার এলাকার মধ্যে ক্যানিং এর সুন্দরবন কিছুটা জুড়ে রয়েছে। যা এই জেলার অনেকটাই সৌন্দর্য ও গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকাটি ও বেশ আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে লোক চোখে পরিচিত। এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র বলা যায়।

  পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে টাকী ও পরিচিত। যা এই জেলার মধ্যবর্তী একটি এলাকা। এটি ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। টাকী ইছামতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত, আর পূর্ব তীরে রয়েছে বাংলাদেশ।

  উল্লেখযোগ্য স্থান হিসেবে দক্ষিণেশ্বর এলাকার কথা ও বলা যায়।

- এই জেলায় অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক গুলি শহর নিয়ে গড়ে উঠেছে।
  - বারাসাত এই জেলার সদর শহর।

- বনগাঁ এই জেলার একটি সীমান্তবর্তী শহর। এই শহরের কাছেই এশিয়ার বৃহত্তম স্থল বন্দর প্রেটোপোল অবস্থিত।
- বিধান নগর একটি পরিকল্পিত শহর। এই শহরটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিধানচন্দ্র রায়।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বিধাননগর মহকুমার নাট্যচর্চা মূলত উৎসব কেন্দ্রিক হলেও বর্তমানে বিভিন্ন নাট্যদল আয়োজিত নাট্যোৎসব নিয়মিত নাট্যচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা নাটক কে ব্যাপক প্রচারের আলোয় এগিয়ে নিয়ে এসেছে ।

বিধাননগরে এই নাট্যচর্চা এখন থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে শুরু হয়েছিল । ১৯৩০ সালে লবনহ্রদ সংলগ্ন মহিষবাথান গ্রামে নাট্য আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায় । এখানকার সময়ে খোলা ময়দানে বিট্রিশ সরকারের বিরুদ্ধে লবন সত্যাগ্রহ, বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত বহু সফল নাটক মঞ্চস্থ করা হত । এছাড়া যাত্রাগান, কথকতা আসর ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা গড়ে তোলায় ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ।

নগর গড়ে উঠবার সাথে সাথেও মানুষের সাংস্কৃতিক পিপাসাও বেড়ে ওঠে । ১৯৭৮ সালে প্রথম বিধাননগরে সল্টলেক ড্রামাটিক লেক গড়ে ওঠে । এর ফলে এখানে আরো নাট্যচর্চা প্রচার ও প্রসার লাভ করে । সমেয়ের সাথে সাথে নাট্যসংস্থার বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে । সামাজিক দায়বদ্ধতায় সুস্থ রুচির প্রগতিশীল নাটক কারার তীব্র তাগিডই লোককৃষ্টি নাট্যসংস্থার জন্ম হয় । অরুন দাশগুপ্তর ধর্মযুদ্ধ দিয়ে তাদের পথ চলা শুরু হয় ।

বিধাননগরের বহু প্রাচীন নাট্যদলগুলির মধ্যে অন্যতম ‘সপ্তরশ্মি’ । এই সময় বিধাননগরের বুকে দুএকটি বাড়ি গড়ে উঠেছিল । এমনকি ভালো নাট্যমঞ্চের ও অভাব ছিল । সত্তর দশকের

মাঝামাঝি সময়ে এই বিধাননগরের নাট্যচর্চা নবজাগরন ঘটায় ‘ সপ্তরশ্মি ’ নাট্যদল । ১৯৭৬ সালে প্রয়াত বুদ্ধদেবর ভট্টাচার্য , হরেকৃষ্ণ ঘোষ , ধাষিকেশ ভট্টাচার্য , ডাঃ রবীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল , জ্যোতিরঞ্জন রায় , চন্দন মৈত্র ও সোমনাথ স্যানালের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল ‘ সপ্তরাশ্মি ‘ নাট্যদল । এই সময় বাইরে প্যান্ডেল করে মাইক লাগিয়ে অভিনয় করতে হত । এদের প্রথম শো অরুন মুখোপাধ্যায়ের ‘মারিচ সংবাদ’ , পরিচালনা- ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায় প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ ।

১৯৭৬ সালে ‘ সপ্তরাশ্মি ‘ মঞ্চ তৈরি হয়েছিল সিমেন্টের স্টাকচার , কাঠের মঞ্চ করে । বর্তমানে এই দলের নাট্যসদর্শ সংখ্যা ৪০ জন । এই দল বছরে ৬টি করে শো করে থাকেন । এদের বেশির ভাগ প্রযোজনা গিরীশ মঞ্চ , রবীন্দ্রসদন ও একাডেমী হলে করা হয় । এদের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা – বৃষ্টি-বৃষ্টি , মানব যাত্রা , ঢাকের বাদ্যি , হজম শক্তি , মানিকাঞ্চন , সার্ভেন্ট , সন্ধ্যাতারা ইত্যাদি দর্শকদের মন জয় করেছিল । এই দল একটি নাট্য উৎসব করতে চলেছে পূর্বাঞ্চাল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহায়তায় ।

লোককৃষ্টি নাট্যদল তৈরি হয় ১৯৮৯, ১৫ সেপ্টেম্বর । এই দল ৫ বছর ধরে নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছিল । এর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ল্যাবরেটরী । এছাড়া ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায় রচিত একদিন , খেলা ঘরে একা , তিন নম্বর চোখ , নোবেল প্রাইজ , হিংটিং , টেক-টু , প্রভৃতি নাটক দর্শকদের মন কেড়ে নেয় । এই নাট্যদল নাট্যকর্মীর ঐকান্তিক আগ্রহ এবং সর্বোপরি নাট্যমনস্কতায় এদের নাটক গুলো দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও যথেষ্ট সফলতা দেখিয়েছে । বাংলাদেশের ঢাকায় নাট্যমোদী দর্শকদের প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছে ।

এই দলটি ভালো নাটক আভিনয়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গে নাট্য অ্যাকাডেমী থেকেও অনুদান পেয়েছে ।

উত্তর চব্বিশপরগনায় বাংলার নাট্যচর্চার মূলকেন্দ্র বিধাননগর । বিধাননগরের উদ্যোক্তারা নাট্য প্রচার প্রসারে গড়ে তোলে সল্টলেক থিয়েটার । এখানকার উদ্যোক্তদের প্রথম দিকে প্রথমিক ভাবে সন্ধ্যা অবসর যাপনের মজলিশ বা আড্ডাখানা হিসেবে গড়ে তুললেও তাদের একটি স্থায়ী সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার বাসনা ছিল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই তা বোঝা যায় । তাঁদের প্রযোজিত সমাজ সচেতনতা বিষয়ক নাটকগুলি সমাজে দাগ কেটে গেছে । এটির প্রতিষ্ঠা ২০০২ সালে । কিন্তু ২৫ বছর আগে থেকেই পান্নালাল মৈত্র , গৌতম হালদার , মনোজ মিত্র এই সল্টলেক থিয়েটার করার পরিকল্পনা করেছিলেন । বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২০ জন । এদের প্রথম প্রযোজনা 'চাপা পড়া মানুষ' – নাট্যমোদী মানুষের খুব প্রশংসা পেয়েছে ।

বিডি ব্লকে অবস্থিত নাট্য সংস্থা 'কলাপী' ধ্রুপাদী নাট্য প্রযোজনায় বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে । ১৯৮৯ সালে এই নাট্যদলের যাত্রা শুরু । এই খানকার উল্লেখযোগ্য – চিরকুমার সভা, গৃহপ্রবেশ, বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি নাটক । এই দলের পরিচালক অনিল মুখোপাধ্যায় । অন্যতম কর্নধার প্রভাত চৌধুরী 'কলাপী'র সাথে জড়িয়ে আছেন আদ্যপ্রান্ত। এই দল আমন্ত্রিত নাট্যদল হিসাবে দিল্লিতে অভিনয় করে , এবং সেখানে নাট্যমোদীদের কাছে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল । বিধাননগরের ১০ নং ট্যাঙ্ক সংলগ্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল গ্রাম বাংলা নাট্যসংস্থা । এর প্রধান পরিচালক শম্ভূনাথ মন্ডল । নন্দ দাশ ও শম্ভূনাথ মন্ডলের রচিত বহু নাটক সফলতার সাথে অভিনীত হয় । পরবর্তীতে 'আজকাল অপেরা' নামক মঞ্চে সততার মূল্য ভিক্ষা , সন্তান হলো স্বামী ইত্যাদি বহু নাটক প্রযোজনা করেছেন । এর উপদেষ্টা ছিলেন শেখর গাঙ্গুলি । এছাড়া নয়াপট্টীতে (১৪ নং ওয়ার্ড বিধাননগর)

কার্তিক মন্ডল পরিচালিত তারা মা নাট্য ইউনিটের সফল প্রযোজনায় বিজয় প্রধান ও নন্দ দাশ নির্দেশিত নাটক ঝাড়ুদার , অভাগীর কান্না, ভক্তকবি জয়দেব, রক্ত দিয়ে স্বামী বরন, বাদা বনের বাঘিনী প্রশংসা লাভ করেছে । এই নাটক গুলুর পরিচালক শেখর গাঙ্গুলি । নয়াপট্টীর নজরুল পল্লীর প্রচেষ্টা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিধাননগরে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল । এই দলের পরিচালক হিরেন মজুমদার । বর্তমানে এই নাট্যকর্মীর সংখ্যা ২২ জন । সাক্ষরতার প্রেক্ষাপটে এদের প্রযোজনায় চন্দ্রশেখর ঘোষ রচিত নাটক 'বুড়ো অঙ্গুলের কিসসা' ইত্যাদি নাটক প্রশংসা লাভ করেছে । এই দলটি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লাভ করেছিল।

নতুন উপনগর বিধাননগর যখন নাট্যচর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে তখন এই রকম একটি সন্ধিক্ষণে কয়েকজন বাঙালী যুবকের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বি সি- ২৪/৬ 'অনীক' নাট্যদল। এই দল কিছুদেনের মধ্যেই নিজস্ব প্রযোজনার মাধ্যামে বিশিষ্টতার দাবী রেখেছে । দলটির প্রধান সম্পাদক অমলেশ চক্রবর্তী । সম্পাদক জানান – সদ্য গঠিত এই উপনগরিতে নাট্য আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে গড়ে তোলেন এই 'অনীক' নাট্যগষ্ঠী । এদের প্রযোজিত পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর আমন্ত্রনে ১৯৯০ সালে নাট্যোউৎসব অভিনীত হয় 'হলদী নদীর তীরে' নাটক।

এই ব্লকে থাকতেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ডঃ অজিত কুমার ঘোষ । এর কাছ থেকে নানা তথ্য জানা যায় । তিনি জানান – 'বিধাননগরে সে কোন উৎসব উপলক্ষে ব্লকের কমিটি গুলি বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেন' । এক-কথায় বলা যায় বিধাননগরের মানুষ নাটককে ভালোবাসেন। বিধাননগরে এই সব নাট্যদল বিভিন্ন সময়ে ভাল ভাল নাটক প্রযোজনা করে বিধাননগরে সুস্থ নাট্য

আন্দোলনকে আরও প্রসার লাভ ঘটিয়েছে । যাত্রাপালা, নাটক ও গানের আসর যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ঘটনার ভিতর দিয়ে উঠে আসে । (CF-539)

- জেলার ৪৩ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল বনভূমি আচ্ছাদিত। পূর্ব প্রান্তে হাবড়া অঞ্চলে হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখা, সন্দেশখালি বনভূমি রয়েছে।

- ঐতিহাসিক শহর দিক থেকে বনগাঁ বরাবরই শিল্প চর্চায় উৎসাহী। নীলদর্পণ থেকে শুরু করে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য চর্চায় বনগাঁর নাম দেশবাসীর কাছে পরিচিত করে গেছেন। বর্তমানে ও ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন এখনকার শিল্পী সাহিত্যিকরাও। এখানে ও নিয়মিত নাটক ও যাত্রা উৎসব হয়। এখন ও পর্যন্ত বনগাঁ নাট্যচর্চা কেন্দ্র বছরে নাট্য উৎসব করেন। বহু কথক নাট্য দল লক্ষ্য করা যায়। রক্তকরবী ও বনগাঁ বিদর্ভ নামে কয়েকটি নাট্য পরিচালক সংস্থা মাঝে মধ্যেই নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন। অতীতে ট'বাজরের ব্যবসায়ীদের নিয়মিত যাত্রা চর্চা করতে খুব একটা আর দেখা যায় না। অনিয়মিত বললেই হয়।

- জেলায় নাট্য চর্চা বিষয়টি বাংলাদেশকেই অনুসরণ করে এসেছে বলেই ধরা যায়। কেননা বাংলাদেশেই লোকনাট্য, যাত্রাপালা, নাট্যচর্চা প্রভাব বহুকাল থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। সেগুলিকে প্রতিফলিত করেই এই উওর চব্বিশ পরগনায় আগত বহু লোকের মধ্য দিয়েই সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে এখানকার নাটক চর্চা বিষয়টি গবেষণা উপযোগী বলে মনে করা হয়। আর নাটকের ধারা বা চর্চা পরপর লোক সমাজে গ্রহণীয় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

খুব অল্প বয়স ইছাপুর আলেয়া নাট্য সালে সংস্থার। তবে থিয়েটার ভাবনায় পরিণত বয়সের বোধ ও বিচক্ষণতা খুব ভালোই রয়েছে। আধুনিক থিয়েটারের নানান সূক্ষ্ম ও বুদ্ধিদীপ্ত দিকগুলিকে নিয়ে এই স্থার উন্নত ধরনের ভাবনা চিন্তা ও রয়েছে। সত্যিকারের পরিচালক যদিও কম সময় চোখে পড়ে। তবে এখন আর কোথাও থিয়েটার আটকে নেই, পুরোপুরি থিয়েটারে পরিণত হয়েছে। জেলার থিয়েটার হিসেবে প্রথম দিকে ততটা উপযোগী না থাকলে ও বর্তমানে বহু এলাকার সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এমনকি দলের নাম ও ছড়িয়ে পড়েছে। এই স্থান টি সমস্ত রকম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এমনকি দলের নাম ও ছড়িয়ে পড়েছে বহু এলাকায়। এই স্থান টি সমস্ত রকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন তবুও তারা থেমে থাকেননি। বহু বাধাগ্রস্ত সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে আধুনিক থিয়েটার ভাবনাকে স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে আত্মস্হ করেছেন এবং দলের প্রয়োজনায় সর্বাধুনিক থিয়েটার ভাবনার ছবি ও ফুটে উঠেছে।

দলের যে কোন প্রযোজনাকে সাফল্যে পৌঁছতে হলে সেই দলের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা থাকতেই হবে। যত্ন, স্নেহ,ভালবাসা আলেয়ার থিয়েটার সৃজনে খুব উজ্জ্বল স্পষ্ট বর্ণময়। বিভিন্ন প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের নাট্য দলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একটি একাঙ্ক নাটক ‘এই তো উঠে এসো' মঞ্চস্থ হয়। নাটক টির মধ্যে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থাকলেও নাট্যকার অসীম তিবেদী হিসেবের দিক থেকে এগিয়ে রয়েছেন। তাঁর প্রায় নাটকের মধ্য দিয়েই দর্শককে আকৃষ্ট করান। এই তো উঠে এসো' নাটকটির মধ্য দিয়ে প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে। তিনি বড় মাপের জায়গায় পৌঁছাতে চেয়েছেন। মানুষের সত্ত্বা অস্তিত্বের দন্দ্বকে তুলে ধরেছেন, যা বাস্তব সমাজই ছবি চোখে পড়েছে। অস্তিত্বের ভয়াবহ ভারে যতই বিপন্ন হোক মানুষের সত্ত্বা তবুও সত্য দিকটি কখনোই মুছে

যায় না। এখানে আদর্শবাদী টেড ইউনিয়ন কর্মী জগৎবল্লভ কনজিউমারইজম আর ওপেন মার্কেটের তান্ডবে গবা-য় রূপান্তরিত তবুও তিনি হারিয়ে যান নি।গবা-র অস্তিত্ত্বের মধ্যে ও তিনি ঠিক সত্ত্বার সৌন্দর্যে ও আদর্শে টিকে রয়েছেন। সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও কেউ তার আদর্শকে বাচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন তবে তা অবশ্যই সম্ভব। অসীম তিবেদী তার এই নাটকটির মধ্যে মৌল সত্যকেই সন্ধান দিয়েছেন কর্মী জগৎবল্লভ নামক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

আবার পুরাণ ও সমকালকেও মেলাতে চেয়েছেন। বারবার পথের সন্ধান করেছে গবাদি, সেতু চেয়েছে। এখনকার সময়ে মিলন আর পারাপারের সেতুবন্ধে ভাঙন ও ফাটলের চিত্রই বেশিরভাগ দেখা যায়। গবাদি তার অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করেছে। সত্ত্বা দিয়ে সে জিততে চেয়েছে। কিন্তু পথ পায়নি শেষ পর্যন্ত, গবাদি পথ দিতে পারেন নি নাট্যকার অসীম তিবেদী। গবাদি অন্ধকার গুহা থেকে মৃত্যু ঞ্জয়কে বেরিয়ে আসতে ডাক দিলেও মৃত্যু নিয়ে এর কথা ও উঠে এসেছে উদাহরণ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধন এ গুপ্তধন তো স্থূল গুপ্ত মাত্র নয়, গভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে এই গুপ্তধনে। গুপ্তধন অনুপম, অন্যান্য কিছু। এর মধ্যে থেকে কোন বোধ, বিশ্বাস, কোন ও দর্শন বেরিয়ে আসতে পারে নি। বেরিয়ে আসার থেকে চক্রবুহ্য ভেদ করে ভেতরে ঢোকা অনেক বড়।

সমস্ত রকমের বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বাস্তব উপযোগী করে মানস মজুমদার সুন্দর ভাবে রচনা গুলির মধ্যে তুলে ধরেছেন। মানস ভট্টাচার্য ও তাঁর অসাধারণ প্রচেষ্টা দিয়ে নাটকটিকে মঞ্চ উপযোগী করে সকলের সামনে মঞ্চস্থ করেছেন।

কল্যাণী শহরের নাট্য ইতিহাসের যে গভীর পরম্পরা রয়েছে তা বাংলা নাটকের চর্চা মহল জানেন। সেখানে যেমন শ্রদ্ধা আছে তেমন আছে আস্থা। বিশ্বাস ও ভালোবাসা নাটকের শহর কল্যাণী। নিজেদের দলের চর্চা ও মানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে তারা বাইরের নাটকের মঞ্চায়নে দর্শককে আকৃষ্ট

করে প্রবল। প্রায় সকলের কাছেই কল্যাণীর নাটকের কীর্তি গল্প কথা শোনা যায়। অয়ন জোয়ারদার যিনি সাহিত্য,নাটক,জীবন ও সমাজ বিষয়ে বিবিধ ভাবনার এক তাড়না তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তিনি বর্তমানে বিভিন্ন দলের নাট্য প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত রয়েছেন।

গননাট্য পত্রিকায় কিছু মঞ্চাভিনীত নাটকের নাম পাওয়া যায় । এখানে সাল অনুযায়ী দেওয়া হল -

জানুয়ারী ,১৯৯২ :

- পদধ্বনি - দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী
- চরিত্রের খোঁজে – বিমলেন্দু দত্ত

মার্চ ,১৯৯২ :

- ল্যাবরেটরী – বিনয় ঘোষ

মে , ১৯৯২ :

- আগুন - বিজন ভট্টাচার্য

জুলাই , ১৯৯২ :

- হোমিওপ্যাথী – মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
- সে দিন মে দিন – বিমলেন্দু দত্ত

অক্টোবর,১৯৯২ :

- ভেষজ –শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়
- অয়নান্ত - শ্রীজীব গোস্বামী

- দৃষ্টিপাত - নেপাল ঘোষ
- হরকালী সামন্ত সংঘের রবীন্দ্রজয়ন্তী- দেবেশ ঠাকুর
- অ্যানিফ্রাঙ্কের ডায়েরী - শান্তনু বসু
- পতিতা – রবীন্দ্র ভট্টাচার্য
- শহীদ - বিজয় ভট্টাচার্য

ডিসেম্বর , ১৯৯২ :

- রতন রফিক এর মা (শ্রুতিনাটক) – সমীর রক্ষিত
- আদাব -অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়
- ভাই ফোঁটা – বিজন ভট্টাচার্য
- জানুয়ারী – মার্চ , ১৯৯৩ :
- খাঁচা থেকে আকাশ – হীরেন ভট্টাচার্য
- মড়া – শুভংকর চক্রবর্তী
- ধর্মের ধ্বজা – সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
- মশাল - দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪:

- উপহার- মৃনালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

জুলাই, ১৯৯৪ :

- সুর্মা - হুকান শাহ

- দলিল - ঋত্বিক ঘটক
- জবানবন্দী – সুদীপ সরকার
- রাজা বাদশার খেলা –অলিভ চক্রবর্তী
- বীরপুরুষ - শ্যামল ভট্টাচার্য

মার্চ , ১৯৯৪ :

- রাজধর্ম – বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
- ডাং কেল আইল রে – চিন্ময় আইচ

অক্টোবর ১৯৯৪:

জাবালি ,রাশিফল ও বিরাশিফল, অন্য তীর্থ , দ্রোহী গ্যালিলিও – ভারতের

অন্ধের নগরী চোপটরাজা - হরিশচন্দ্র

ডিসেম্বর ,১৯৯৪:

- আমরা – অমল মন্ডল
- সাক্ষরতার শহীদ - শান্তিময় ভট্টাচার্য

মার্চ – এপ্রিল ,১৯৯৫ :

- একজন কমিউনিস্ট এবং- মৃদুল সেন
- অভিষেক – শ্যামল ভট্টাচার্য

জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী ,১৯৯৬:

- পথনাটক

মার্চ – এপ্রিল ,১৯৯৬ :

- শেষ দান- তমাল দাস

নভেম্বর – ডিসেম্বর ,১৯৯৬ :

- আশ্রয় – কালীপদ চক্রবর্তী
- নকল গড় – নেপাল ঘোষ

জানুয়ারী – ফেব্রুয়ারী ,১৯৯৭:

- চিকন সুতোর বাঁধন – মৃনালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
- আলোর পথে – নরেশ জানা

মার্চ – এপ্রিল, ১৯৯৭ :

- দূরের স্বজন - কুন্তল ঘোষ
- অধিকার – সৌমেন্দু ঘোষ

নভেম্বর – ডিসেম্বর , ১৯৯৭ :

- চারাগাছ - নন্দন ভট্টাচার্য

জানুয়ারী – এপ্রিল , ১৯৯৮ :

- দাহ – মন্দিরা ভট্টাচার্য

নভেম্বর -ডিসেম্বর , ১৯৯৯ :

- মিছিল আসছে – প্রদীপ চক্রবর্তী
- হ্যামলিনের বাঁশি – প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

জানুয়ারী – ফেবরুয়ারী ,২০০০ :

- আঁধার পেরিয়ে – কুন্তল মুখোপাধ্যায়
- ভাষানযাত্রা - শ্যামল ভট্টাচার্য

মার্চ – এপ্রিল , ২০০০ :

- সেই নদী সেই সুর (শ্রুতিনাটক) - অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়

মে – জুন ,২০০০ :

- গন্ধবিচার – কল্যান চট্টোপাধ্যায়
- ব্যাধি – সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

জুলাই – অগাষ্ট, ২০০০ :

- উজান গাঙে - বিজয় ভট্টাচার্য
- বাঙ্কারে দ্বিতীয় পরীক্ষা – রামরমন ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উত্তর চব্বিশ পরগনার এলাকাঃ

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ভারত এর পূর্বা অঞ্চলীয় রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরের উত্তর পূর্বদিকের একটি জেলা । গাঙ্গেয় বদ্বীপ বা গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রে ব-দ্বীপস্থিত এই জেলার গঙ্গা নদী পশ্চিম সীমানা বরাবর বইছে । এ জেলার শহর গুলি- বারাসাত, ব্যারাকপুর, বসিরহাট, দমদম,বনগাঁ,হাবড়া,নৈহাটি,রাজারহাট,বিধাননগর (সল্টলেক) প্রভৃতি ।

বারাসাত, ব্যারাকপুর, বসিরহাট, বনগাঁ , বিধাননগর এই পাঁচটি মহকুমা নিয়ে এই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাটি গঠিত । এই পাঁচটি মহকুমার মধ্যবর্তী এলাকা গুলি হল-

১) বনগাঁ মহকুমা এলাকাঃ বাগদা , বনগাঁ , চাঁদপাড়া , গাইঘাটা , পেট্রাপোল , সোনারটিকারি ।

২) বসিরহাট মহকুমা এলাকাঃ বাদুরিয়া , বসিরহাট , ধান্যকুরিয়া , হাসনাবাদ , সজনেখালি , টাকী ।

৩) ব্যারাকপুর মহকুমা এলাকাঃ বরাহনগর , ব্যারাকপুর , ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট , ভাটপাড়া , বীজপুর , চাঁদপুর , দক্ষিণেশ্বর , দমদম , দুর্গানগর , গড় , শ্যামনগর , গারুলিয়া , হালিশহর , ইচ্ছাপুর , জাফরপুর , জগদ্দল , জেটিয়া , কামারহাটি , কৌগাছি , খড়দহ , মুরাগাছা , নৈহাটি , নিউ ব্যারাকপুর , উত্তর দমদম, পানিহাটি, পাতুলিয়া, সোদপুর, দক্ষিণ দমদম, টিটাগড়, কাঁচরাপাড়া ।

৪) বারাসাত মহকুমা এলাকাঃ আমডাঙ্গা , অশোকনগর , কল্যানগড় , বড় বামনিয়া , বিরাটি , দেগঙ্গা , গোবরডাঙা , গুমা , হাবড়া , হৃদয়পুর , মধ্যমগ্রাম , মস্লন্দপুর , দত্তপুকুর , রাজারহাট , বারাসাত ।

৫) বিধাননগর মহকুমা এলাকাঃ বিধাননগর ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বতর্মানে সক্রিয় নাট্যদল ও তাদের রাজনৈতিক পরিচয়:

- সুখচর পঞ্চম রিপোর্টরি- ৬৭, নরসিংহ দত্ত ঘাট রোড, সুখচর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, কল১১৫
- গণসংস্কৃতি - ২০ নন্দপল্লী, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- মাটি- দেবাংশু কলোনি, হালিশহর, নবণগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- ণাট্যায়ন , গোবরডাঙা- বাবুপাড়া, গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩২৫২
- নকসা, গোবরডাঙা- গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩২৫২
- কৃষ্টি নাট্য সংস্থা- নিউ কলোনি, কাঁপা, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩৪২৯
- কালচার ইউনিট- ঘোষবাবু পাড়া, টাকা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩৪২৯
- ড্রামা লাভার্স এসো- স্টেশন রোড, হালিশহর, নবণগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩১৩৫
- থিয়েটার নান্দীক- সেনপাড়া, কাঁপা, কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ৭৪৩১৯৩
- অভীক- জয়রাম মনসা বাড়ি, রহমানের, উত্তর চব্বিশ পরগনা ৭৪৩১৮
- থিয়েটার পলটফরম-কল্যাণগড়, পাটশিল্প, খড়দহ, উত্তর চব্বিশ পরগনা, কল১১২
- আঙ্গিক (১৯৭৮) , নৈহাটি- কামানভূত, টেকনোলজি, অরঘ্য, অপরাজেয়, সোতের কাছে, লোহিত কণিকা ভাঙছে, নানা রঙের দিন, মানুষ, জন্মান্তর, প্রতীক, মধ্যহ্ন, জীয়নপালা, গায়ে ফেরার ডাক, চক্রবুহ, ধর্ষিতা, লাটাখাম্বাব, স্বরবর্ণ,সওরদশক
- মঞ্চদূত(১৯৭৭), আগরপাড়া- মোহানায়, আলোর পথযাত্রী, দেনা পাওনা, কঙ্কাল, সাকো, হ্যালো পাপড়ি, ঘেরা, খিদ

- নান্দীক(১৯৯৫), কাঁচরাপাড়া - দেব কথা, হোরি খেলা, সাজঘর, নকসী কাঁথার মাঠ, পরম্পরা , নানা রঙের দিন
- ব্রাত্য সারথী, বিরাটী - পাপ-পুণ্য, শাস্তি, অদ্ভুত, বটাভূতের কেওন
- আলেয়া (১৯৯৫), ইছাপুর_ ইচ্ছেডানা, প্রদোষ কাল, রামকানায়ের নির্বুদ্ধিতা, আপণ ঘরে পরের আমি,নন্দলাল, অবরোধ, এসো সকাল, ছায়াযুদ্ধ
- পথ সেনা, কাঁচরাপাড়া, বাবু বলক
- ধৃতিমান, বিরাটী_ বিরাটী, দমদম
- মধ্যম গ্রাম, নটমণ- মধ্যম গ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বিসর্গ থিয়েটার- দমদম, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- অশোক নগর আই পি সি এ- অশোক নগর, উত্তর চব্বিশ পরগন
- সপ্তর্ষি (১৯১৯)- ৫১অরবিন্দ রোড, পোস্ট-নৈহাটি, ৭৪৩১৬৫
- শিল্পী সেনা (১৯৭৪)- সুভাষ পল্লী, পোস্ট-মধ্যম গ্রাম
- রূপান্তর নাট্য সম্প্রদায়(১৯১৯)- ৩৭সঞ্জীব চ্যাটার্জী রোড, নৈহাটি
- রবিবাসরীয় (১৯৬৩)- ৯৩দেবীতলা রোড, মাঝের পাড়া, নবাবগঞ্জ, পোস্ট- ইছাপুর
- মডার্ন আর্ট থিয়েটার (১৯১৯)- মীনা ডেকোরেটরস, রামকৃষ্ণ আশ্রয় রোড, পোস্ট-পাণিহাটি
- আজিক(১৯৭৭)- ৬২নলিনী বসু রোড, কাঁচরাপাড়া, ৭৪৩১৪৫
- মহূয়া নাট্য সংস্থা(১৯১৯)- রেল কলোনি, হালিশহর, পোস্ট-নবনগর
- রক্তকরবী নাট্য সংস্থা(১৯১৯)-কল্যাণ গড়, পোস্ট-রহড়া, খড়দহ
- সাগ্নিক(১৯১৯)- গরিফা, নৈহাটি, ৭৪৩১৬৫

- বলাকা(১৯১৯)- চক্রবর্তী পাড়া, জয়নগর, মজিলপুর-৭৪৩৩৩৭
- নাট্যবিতান, শ্যামনগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- স্বপ্নচর, গোবরডাঙা, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- রাঙ্গামাটি, চন্দননগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- কল্যাণী নাট্যচর্চা কেন্দ্র, কল্যাণী, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বারাসত কাল্পিক প্রয়োজনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- থিয়েটার জোন, খড়দহ, উত্তর চব্বিশ পরগন
- জাগরী, বারাসত, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- যাত্রিক(১৯৫৮) নৈহাটি- রাসমণির ছেলে
- রূপান্তর (১৯৭৩), গোবরডাঙা-বিভূই, চোর, বদনাম
- কৃষ্টি সংস্কৃতি সদস্য (১৯৫৮) - ১২১কে এম রায় চৌধুরী রোড, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পোস্ট-জগদ্দল
- ঋতম (১৯১৯) - পি১৯২, বসুন্ধরা, মধ্যমগ্রাম
- ক্রান্তিকাল (১৯৬৮) - ১দক্ষিণ পল্লী, পোস্ট-সোদপুর
- জাগৃতি (১৯৫৩) - ১৫ফেরীঘাট রোড, আটপুর, শ্যামনগর
- পাণশিলা অঙ্কুর (১৯১৯) - পান শিলা, সোদপুর
- প্রগতি (১৯১৯) - সুন্দিয়া গভর্নর কোয়ার্টার, পোস্ট-জগদদল
- বসিরহাট কালচারাল ইউনিট (১৯১৯) - মুন্সেফ পাড়া, পোস্ট-বসিরহাট
- টাকী কালচারাল ইউনিট (১৯১৯) - টাকী

- অ্যাজিট গ্রুপ (১৯৭৬), উত্তর চব্বিশ পরগনা
- প্রতিরূপ (১৯৭১) - পলতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ (১৯৬৯) - রাধাবল্লভ রোড, নৈহাটি
- নবীন সংঘ (১৯১৯) - তালপুকুর, ব্যারাকপুর
- নৈহাটি কালচারাল ইউনিট (১৯১৯) - ৫হরিদাস ঘাট রোড, নৈহাটি
- তরুণ সংঘ (১৯১৯) - রাস খোলা, খড়দহ
- কৃষ্টি সদস্য (১৯৫৮) - ১২১কে এম রায় চৌধুরী রোড, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পোস্ট-জগদল
- ঐক্যতান (১৯১৯) - কলিয়াবর নিবাস, দক্ষিণ ব্যারাকপুর
- ক্রান্তিকাল (১৯৬৮) - ১দক্ষিণ পল্লী, পোস্ট-সোদপুর
- বঙ্কিম স্মৃতি সংঘ (১৯৬৯) - রাধাবল্লভ রোড, নৈহাটি
- জেহাদ, কোন্নগর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বরানগর দৃশ্য কাব্য নাট্যোৎসব, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- থিয়েটার মার্জিনাল, মধ্যমগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- কৃষ্টি, কাচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- ঐক্য তান, সন্দেশখালি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- সাম্পান, সোদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বিহঙ্গ, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- সৌপ্তিক, কল্যানী, বি১৩/১৫-কল্যাণী
- নটমণ, মধ্যমগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা

- ক্যান্ডিড থিয়েটার, দমদম, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- গণনাট্য সাম্প্রতিক, দমদম, দেবিনিবাস, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- নৈহাটি অ্যাসথেটিক, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- বালার্ক, নিমতা, বেলঘড়িয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- ডাক ঘর, বেলঘড়িয়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- নৈহাটি সপোটন, রিপোর্টরি, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- কাকিনাড়া শিল্পাঙ্গন ,মাদরলগভ কলোনি, কাকিনাড়া
- বরানগর নান্দিরোল, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- কৃষ্টি দশম, সোদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- শব্দরথী, দমদম, উত্তর চব্বিশ পপরগনা
- মেঘমল্লার, দমদম - হটটমেলার ওপারে,
- অনামী নাট্যসংস্থা (১৯১৯) - আখড়া নওয়া পাড়া, মহেশতলা, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- যুগসন্ধি, নৈহাটি
- সময় ১৪০০নাট্য সালে সংস্থা, নৈহাটি
- অনামী নাট্যসংস্থা (১৯১৯) - আখড়া নওয়া পাড়া, মহেশতলা, উত্তর চব্বিশ পরগনা
- যুগসনধি, নৈহাটি
- সময় ১৪০০নাট্য সালে সংস্থা, নৈহাটি
- চেনা অচেনা নাট্য গোষ্ঠী, চন্দননগর- বৃষ্টিওয়ালা
- চিনসুরা কালচারাল সেন্টার, চুচূড়া - ক্যাকটাস

- সারথি, চুচূড়া- অরুন্ধতী, আবার যদি
- ক্লাসিক (১৯৭১), চন্দননগর- আলোর দিকে, নেপথ্যে
- লাইফ থিয়েটার গ্রুপ, কোন্নগর- ঠিকানা, চৈতীধর
- রঙ্গপীট, হুগলি- অমৃতের পুত্র
- কিংশুক নাট্য দল, বসিরহাট
- লোককৃষ্টি, বিধাননগর

রাজনৈতিক পরিচয়:

বর্তমানে রাজনৈতিক দিকটি যেমন পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে মানবিকতাবোধ প্রায় মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে তবেই মান বাড়ানো যায়। আর সত্যিই তায় সেসকল মানুষেরা রাজনীতির সাথে যুক্ত। তারা অল্প শিক্ষিত কিংবা চরিত্র গত দিক থেকে খারাপ কিম্বা সমাজে খুব বাজে কাজ করলেও তাদের মানগত গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। ঠিক নাটক চর্চা বিষয়টির ক্ষেত্রে রাজনীতিগত প্রভাবটি খুব ভালো ভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজনীতিতে যখন যে সরকার আসেন সকলেই সেই মতো করে চলতে বাধ্য হয়। তবে বর্তমানে যে সরকার রয়েছেন তার সাথে আরো অন্য দল যে রাজনীতি গত ভাবে রয়েছে তাদের সাথে মতবিরোধ ও মতপার্থক্য ভালো ভাবে বোঝা যায়।

উওর চব্বিশ পরগনা জেলার বহু নাটক চর্চার জন্য নাট্য দল যেমন রয়েছে তেমন রাজনীতি গত দিকটি ও অবশ্যই থাকবে।তাই নাট্য চর্চার দিকটি দেখলে দেখা যায় যে নাটক চর্চার প্রথম দিকে প্রায় সকলের মধ্যে বাম মতদর্শ প্রভাব অনেকটাই বেশি পরিমাণে ছিল। এখনকার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ অনেক।নাটক চর্চার কাজে তাঁদের রাজনীতি

গত দিক থেকে কোনরকম সাহায্য কোনদিন নেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। ভবিষ্যতে ও হয়তো নেবেন না কোন সাহায্য এইরকম দল এখান ও রয়েছে। যে কোন নাট্য দল হোক না কেন তারা তাদের দলের গুন ও মান দুই দিকই অন্যান্য দল থেকে এগিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। আর এই দিক গুলি বজায় রাখতে অনেকেই রাজনীতিতে যোগ দেন। আবার কিছু কিছু দল রাজনীতি ছাড়াও নিজদের দলকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে চলছেন।

আমার সাক্ষাৎকারে কয়েকটি নাট্য দলের কথা জানতে পারি। সংলাপ কলকাতা দলের পরিচালক কুন্তল মুখোপাধ্যায় জানান তিনি এখন ও পর্যন্ত বাম সরকারের পক্ষপাতি । তিনি তাঁর দলকে এখন পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বর্তমান সরকারের কোন সাহায্য প্রয়োজন আশা রাখেন না। তবে বাম সরকার থাকাকালীন সময়ে তিনি অনেকটাই সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

তৃনমূল স্তরের নাট্যকর্মীদের পক্ষে সর্বাধুনিক থিয়েটার ভাবনা করায়ও করার কাজে নানা করনেই কঠিন ছিল, অনেক বাধা, প্রতিবন্ধকতা । তবে এই আলোয়া নাট্য সংস্থা বর্তমানে সর্বাধুনিক থিয়েটারের কথা ভাবেন এবং প্রতিটি নাটকের মধ্যেও তা ফুটে উঠতে দেখা যায় ।

গোবরডাঙ্গা নকসা নাট্যদল ‘রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশ করা নাটকের প্রতিপদ্দ’- এই মতবাদে বিশ্বাসী নন । তাঁরা বিশ্বাস করেন, নাটক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, দলের উপর নয় । আর শুধুমাত্র সুস্থ, ভালো নাটক মঞ্চস্থ করাই নয় , নাট্যকর্মী হিসেবে সাধারন মানুষের মধ্যে নাট্যচেতনার উম্মেষ ঘটানোই তাঁদের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য বলেই মনে করেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নির্দিষ্ট নাট্যদলের কর্ম কান্ডের বিবিরণ

ইউনিটি মালঞ্চ নাট্যদলঃ

উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরে এই নাট্য গোষ্ঠী দল তৈরী হয় ১৯৮২ সালে। বর্তমানে দলটি নানান জায়গায় অভিনয় করে চলেছেন । কলকাতার বাইরে নাট্য দল গুলির মধ্যে অঙ্গুলিমেয় যে কয়েকটি দল বলিষ্ঠ নাটক আর সনিষ্ঠ প্রযোজনার কাজে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে তাদের মধ্য থেকেও হালিশহরের 'ইউনিটি মালঞ্চ' অন্যতম।

দলটি ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে যে সব প্রযোজনা গুলি মঞ্চস্থ করেছেন তার কয়েকটি নাটকের নাম দেওয়া হল-

একাঙ্ক নাটকঃ

মহাভারতের যুদ্ধ, বারো ভূতের বজ্জাতি, যুযুধান, অরাজনৈতিক, মুখপাত, কোটিপতির কাছে প্রার্থনা, মরনখেলা, উলঙ্গ রাজা, হনুয়া কা বেটা, দানো, এ এক মহান মিথ্যা, পথ চলতে চলতে, চরিত্র, উজান গাঙ্গে, চেনা আলো চেনা অন্ধকার, আশ্রায়, চক্রান্ত, সুগন্ধীশেকড়, শূন্যমাটি ও শেষ বেলায় ।

পূর্নাঙ্গ নাটকঃ

বুধুয়ারাম আমেলুয়া, নিরুদ্দেশের পথিক, সেদিন দণ্ডকে ও শেকড়ে লেগেছে টান।

পথনাটকঃ

হত্যারে, সবার উপরে মানুষ সত্য, পেছনে অন্ধকার(১৯৯১), তবে কেমন হত, ঘনশ্যামের চিকিৎসা (১৯৯১)

নির্বাচনী নাটকঃ

ঘনশ্যামের চিকিৎসা, দেশপ্রেমিক নন্দলাল, নরকের কীট, ধর্মের নামে বজ্জাতি, খুড়োর কল, সুখেই আছেন, গোপাল বাবুর গন্তব্য ।

বাংলা থিয়েটারের অহংকার বলা যায় দলটিকে। থিয়েটারের প্রতি গভীর এক ভালোবাসা মালঞ্চকে দিয়েছে সীমা জয়ের বিশাল উদ্দীপনা। ইউনিটি মালঞ্চ নিজেই নিজেকে ছাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রতিদিন।নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা আর চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন ও সাফল্য মণ্ডিত হয়ে নাট্য অভিমাত্রাকে সঞ্জীবিত করে চলেছেন ।

শুধু প্রযোজনাই নয় ,নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই নাট্যদলটি বারবার বর্ষব্যাপী সপ্তাহব্যপী নাট্যোৎসব আয়োজন করেছেন এই নাট্য দলটি। প্রতি বছর নিজস্ব প্রযোজনা সহ আমন্ত্রিত নাট্য দল নিয়ে নাটক উৎসব আয়োজন করেন সাধারনত এপ্রিল মে মাসে ।

বীজপুর অঞ্চলের মানুষের কাছে এই দলটির নাম দূরদর্শনের মাধ্যমেও বহুবার পৌঁছেছে। নাটক উজান গাঙ্গে, চরিত্র চক্রান্ত ও শূন্য মাটি দূরদর্শনের বিভিন্ন চ্যানেলে অসংখ্যবার প্রচারিত হয়েছে। এফ এম এ প্রচারিত হয়েছে চক্রান্ত উজান গাঙ্গে নাটক দুটি।

হালিশহর মালঞ্চ কিছু যুবক আজ থেকে প্রায় ৩৬ বছর আগে নাটকের মধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য ‘ইউনিটি মালঞ্চ’ নামে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন। এখনকার বর্তমান

স্থানে লক্ষ্য করা যায় এই নাট্য দলের প্রায় প্রতিটি প্রযোজনায় নাট্য প্রতিযোগিতায় অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ১৯৯১ সালে 'হনুয়া কা বেটা' ।এরপর ১৯৯২ এর মধ্যে অনেক নাটকই তারা করেছেন ।

'হনুয়া কা বেটা' নাটকের বিষয় ছিল দেওঘর অঞ্চলের দেহাতি মানুষগুলির উপর পুরুষানুক্রমে যে শোষণ চলে আসছে তারই কাহিনী। ভাষা দেহাতি , উপস্থাপনাও দেহাতি ধরনের । হনুয়ার বেটা হনুয়াই হয় । সারাদিন শারীরিক পরিশ্রম করেও সরল , সাধারন নিষ্পাপ মানুষগুলির দুঃখ ঘোচে না । কেননা এদের ওপরে রয়েছে শোষণ জীবি একদল মানুষ, তাদের মালিক । সব কিছু হারিয়ে ফেলে হনুয়া স্বপ্ন দেখে নতুন করে বাঁচবার । বিহারের উপান্তবর্তী রেল স্টেশন সংলগ্ন চত্বরে এই কাহিনী বিস্তার ঘটিয়েছেন । তবে উপস্থাপনার গুনে ও অসামান্য ভালো অভিনয়ের জন্য 'হনুয়া কা বেটা' খুব সহজেই দর্শকের সাথে সংযোগ গড়ে তোলে ।

অভিনয় ও গানে মাতিয়ে তোলেন বাবলু চৌধুরী । নাটকটি বাবলুকে খুবই প্রতিশ্রুতিময় অভিনেতা করে দেখানো হয়েছে ।

নাটকটির নির্দেশনয়ায় ছিলেন গোপাল দাস । মফঃস্বল বাংলার নাট্য আন্দোলনের দীর্ঘ দিনের সংগ্রামী সাথী । নাটকটির রচয়িতাও তিনি। সবকিছু মিলিয়ে নাটকও পরিচালক হিসাবে তার যে ভূমিকা, খুবই নাম করতে হয় ।

দুরন্ত একাঙ্ক নাটক 'উজান গাঙ্গে'। পাখি ধরা যেমন গভীর বনের ভেতর থেকে খুঁজে খুঁজে গায়ক পাখিকে ধরে নিয়ে খাঁচায় বন্দী করে শহরে বিক্রি করেন , সেই ভাবেই শহুরে নন্দিনী সঞ্চিতা

ঝুমুর শিল্পী নীলকমলের গানে মুগ্ধ হয়ে পুরুলিয়ার মাটি থেকে শেকড় উপড়ে নিয়ে আসে শহরে । যশ , অর্থমোহে নিজের অতীতের কথা ভুলে থাকে নীলকমল । চারিদিকের লোভলালসা তাকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে থাকে । সে চটুল ও চটকদার গানে শহর মাতিয়ে তোলে খ্যাতি লাভ করে । সঞ্চিতা তাকে ভালোবাসা স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু নীলকমল কখনই খাঁচার বন্দি পাখির মত শেখানো ভাষা বলতে অভ্যস্থ নন । ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেন কখন বুঝতে পারেননি । সে পুরুলিয়ার মাটি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে । চিত্রের নায়ক নীলকমল দশ বছর পর ফিরে যায় পুরুলিয়ায় । সে সেখানে নিজেকে বাঁধাভাঙ্গা খুশিতে নিজমন মত করে আবিস্কার করে । অন্য দিকে সঞ্চিতার স্বপ্ন গুড়িয়ে যায় । শুরু হয় সংঘাত। নীলকমলের উজান গাঙ্গে তরী বাওয়া শুরু হয় । ঘনিয়ে আসে শিল্প ও শিল্পীর করুন পরিনতি ।

বিজয় ভট্টাচার্য শিল্প ও শিল্পীর সংকট নিয়ে এই অসাধারন নাট্য রচনা শিশির মঞ্চে মঞ্চস্থ করা হয় । সত্যিই শহরতলি হালিসহর থেকে একাঙ্ক প্রযোজনা নিয়ে এসে শিশির মঞ্চ কাঁপিয়ে যায় উজান গাঙ্গে তরী বাওয়া । কলকাতার প্রথম সারির নাট্যদলগুলিকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে যায় এই ‘ইউনিটি মালঞ্চ’ ।

নাটকের প্রান নীলকমলের চরিত্রে বাবলু চৌধুরী গানে অভিনয়ে সকলেই মুগ্ধ করে রেখেছেন । অনেক আগে থেকেই মঞ্চ ও আবহ নাটকটিকে নতুন মাত্রা এনে দেয় । মানস ভট্টাচার্যের আলোয় অপরুপ মায়া । শেষদৃশ্যের পরিকল্পনায় গাছে ঝুলন্ত ঝুমুর শিল্পী তখন পণ্য হয়ে উঠেছেন সত্যিই অসাধারন । ক্যামেরায় দৃশ্যটির ঝলকানিতে বারংবার আরোও আকষর্নীয় হয়ে উঠেছিল ।

‘শূন্য মাটি’ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছে। এখানে লাল কমল নামে ছেলেটি, গ্রামের মেধাবী ছেলে। সরকারি বৃত্তি পেয়ে শহরে পড়াশুনার পাশাপাশি সে তৈরি করে ফেলে গানের দল। মন আকৃষ্ট করা

এই প্রযোজনা। এটি নির্বাচনে, সংলাপ নির্মানে অনবদ্য ভূমিকায় ছিলেন কৌশিক চট্টপাধ্যায়। নাটকটি সম্পর্কে শিবশঙ্কর চক্রবর্তীকে বলতে দেখা গেছে দেবাশিস সরকারের পরিচালনায় শূন্য মাটিতে নয় ভীষণ ভাবে মাটির কাছাকাছি পৌঁছে দেয় আমাদের।

লোক সংস্কৃতিতেই প্রোথিত থাকে একটি জাতির আত্মপরিচয়ের শিকড় । জাতির গৌরব, অহঙ্কার, আবেগ সব মিশে থাকে তার লোকসংস্কৃতিতে । বহু যুগের পরাজয়ের হাহাকার, জয়ের উল্লাস, শ্রমের উদ্দীপনা সব মিশে থাকে জাতির লোকসংস্কৃতির ভাষায়, ছন্দে । মাটি ও মানুষের সঙ্গে তার যুগ যুগ ধরে গভীর সখ্যতা । তাই লোকসংস্কৃতির সংকট কখনো সাধারন সংকট নয় । এ সংকট বোধের সংকট, বিশ্বাসের সংকট এবং আত্মপরিচয়ের সংকট । তবে তৃতীয় বিশ্বের লোকসংস্কৃতির এক সমৃদুতম ঐতিহ্য রয়েছে । আর এই লোকসংস্কৃতির ধ্বংসর পেছনে মানবতার শত্রু বেশি সক্রিয় । ভারতবর্ষের লোকজন, লোকনৃত্য, লোকভাবনা, তাই আজ সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিনত হয়েছে ।

আত্মপরিচয় মুছে গেলে জাতির আর কোন কিছুই থাকেনা। এইরকমভাবে আত্মপরিচয়হীন মানুষের ভিড়ে ভারতের সাম্রাজ্যবাদকে ভরিয়ে তুলতে। এই নিয়ে তাণ্ডব ও দানবীয় আক্রমন শুরু হয় । এই সময়েই নাট্যকার সঞ্জয় ভট্টাচার্য একাঙ্ক নাটক ‘উজান গাঙ্গে’ লেখেন । লোকজীবন, লোকসংস্কৃতিকে শেষ পর্যন্ত কেউই শেষ করতে পারবেন না । এমনই প্রাণময় এই লোকসংস্কৃতি, জীর্ন, নষ্ট হয়ে ঝরে পড়বে হয়তো তবুও নতুন ভাবে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে । কোনদিন বন্ধ হবে না লোকসংস্কৃতির ধারা ।

গত দু’দশকে প্রযোজনার আঙিনায় এত বড়মাপের প্রযোজনা অন্য কোথাও এসেছিল কিনা সন্দেহ বিষয় । এটি এক অন্য অভিজ্ঞতায় পোঁছে দেয় সকলকেই । বড় মাপের কাজের জন্য

অবশ্যই বড়মাপের মানসিকতাও প্রয়োজন যা এই ইউনিটি মালঞ্চ তুলে ধরেছেন । একের পর এক একাঙ্ক প্রযোজনার পর হালিশহরের ইউনিটি মালঞ্চ ১৯৯৮ সালে একটি পূর্নাঙ্গ প্রযোজনার কাজ শুরু করেন এবং মঞ্চস্থও করেছেন গিরিশ মঞ্চে ৩০.১১.১৯৯৮ সালেই 'নিরুদ্দেশের পথিক' নামক নাটক ।

'নিরুদ্দেশের পথিক' –এ এক অন্য জগৎ অন্য ভাবনার সন্ধান দিয়েছেন নাট্যকার চন্দন সেন । তাঁর আগের প্রায় সব নাটকের থেকে এই নাটকটি অনেকটাই আলাদা । আধুনিক জীবন যন্ত্রনায় তিনি দেখিয়েছেন রূপকথার ছড়াছড়ি । প্রতিটি মানুষকেই তার রূপকথার জগতের মানুষ বলে মনে হয়েছে । রূপকথার স্বপ্নময়, বর্ণময় জগতেই মানুষের সত্তার মুক্তি । এই জগতে সকল মানুষই সুন্দর ও অপরূপ, তুচ্ছের বাইরে । তাঁর এই রচনা এমন এক সত্যের স্পর্শে উদ্ভাসিত যার চিরকালীনতা পৃথিবীর সব বিপর্যয়ের শেষেও সম্ভবত অনিঃশোষিত রয়ে যাবে । নাটকটির মধ্যে মৌল সত্যের সন্ধান করেছেন শ্রীসেন ।

দিদি তৃনা ও ভাই গগনচাঁদকে নিয়েই নাটকের সূচনা । সোনাডাঙ্গা গ্রামের গগন অদ্ভূত ক্ষমতার অধিকারী । সে পাখির ভাষা বুঝতে পারে । এই কথা পাখা কোম্পানির মালিক বরেন রায়ের কাছে পোঁছায় । গগেন বাবুর এই অদ্ভুত ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে লাভ করতে চান বরেন রায় । কিন্তু পাখিদের কাছ থেকে বাধা আসে । কিন্তু স্বাতী ভাবে পেশাদার, ছলনাময়ী বরেন গগেনকে নিয়োগ করতে অনিচ্ছুক । অন্যদিকে এক প্রতিদ্বন্দী কোম্পানির শৈবাল বাবু ও নিখিলেশ গগনকে হাত করতে আসরে নেমে পড়েন । ততক্ষণে দুঘটনায় গগন মারা যায় । মৃত্যুর আগে জানা যায় আভাসে যে তার প্রিয় পাখিরা তাকে নিয়ে যেতে এসেছে সেই দেশে যেখানে ক্ষমতা ও মনুষ্যত্ব কেনাবেচা হয়না ।

নাটকটির নির্দেশনায় দেবাশিস সরকার ছিলেন । বিষয় বস্তু খুব একটা অভিনয় না হলেও দর্শকের কাছে মনোরঞ্জক হওয়ার মত উপাদান রয়েছে । জীবনের মৌল সত্যটিকে খুব সুন্দর করে প্রতিটি চরিত্রের মধ্যেই ফুটিয়ে তুলেছেন ।

'নিরুদ্দেশের পথিক' এ লোককথা, রূপ কাহিনীর দেশজতায় রয়েছে সমগ্র বিশ্ব ভাবনার স্পন্দন । চন্দন সেন এখানে পাখিকে মুক্তির প্রতীক হিসাবে বেঁছে নিয়েছেন । পাখিই তো দূরদ্রষ্টা, পাখিই তো সত্যকে দেখতে পায় , পাখিই তো অবিনাশী, রূপকথার ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী, মহাকাব্যের জটায়ুরাই তো প্রেরনার প্রতীক । পাখিদেরকে আজও পর্যন্ত এমন ভাবেই পৃথিবীর সকল মানুষ দেখে এসেছেন ।

দলের প্রয়োগ কর্তা দেবাশিস সরকার সত্যিই অভিনেতা হিসাবে যেমন তেমন তার সকল কর্মগত দিক গুলিই খুব সুন্দর ভাবে সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য বলেই মনে হয়েছে । পরিনত থিয়েটার ভাবনার পরিচয় তার মধ্যে ধরা পড়ে খুব স্পষ্টভাবে ।

নাটকটি পরবর্তীতে ৩রা আগস্ট ১৯৯৯ সালেও পুনরায় মঞ্চস্থ করা হয় ।

রাজ্য নাট্য অকাডেমির পুরস্কার প্রাপ্ত 'হনুয়া কা বেটা' –র পর এদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'চরিত্র' সঞ্চায়ন করতে মাঝে ২-৩ বছর অতিক্রম করে গেছে । নাট্যকার শান্তনু মজুমদার –এর এই নাটকটি প্রতিযোগিতার মঞ্চ, যার ফলে দল অন্য দল থেকে বাঁচার অক্সিজেন আর অস্তিত্বের ধারা খুঁজে পায় । তবে 'চরিত্র' কিছুটা ব্যতিক্রমী নাটকও বটে । পেটে ক্যানসার আক্রান্ত একজন যুবককে নিয়ে কমিউনিস্ট মন্ত্রে বিশ্বাসী একটি পরিবারের দুঃখ, যন্ত্রনা আর লড়াই, শেষে মৃত্যুর মুখে উপস্থিত হয়েও বাইচুং ভুটিয়া হওয়ার স্বপ্ন, প্রবাল হাস্য মুখে অদৃষ্টকে পরিহাস করবার মতো

একটি দৃশ্য যাকে সামনে রেখে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অফুরন্ত প্রচেষ্টা – এই নাটকটিতে ট্র্যাজেডিকে সামনে রেখে এক অসাধারন মুহূর্তকে তুলে ধরা হয়েছে ।

নাটকের নির্দেশক দেবাশিস সরকার নাটকটির মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার চিত্রকে ব্যাকড্রপে রেখেছে । পাহাড়ের মতো অটল, অনড় আর কিছুটা যান্ত্রিক বাবা যখন তার পুত্রকে মৃত্যুর কথা শোনান কিংবা মা তার পুত্রের শোকে মর্মাহত তবুও তার পুত্র সবকিছুকে অতিক্রম করে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাড়িয়ে জীবনানন্দের কবিতা উচ্চারন করেন- তখন নাট্যকার শান্তনুর কলমে ধরা পড়ে রাজনীতিক কার্যকলাপ । ৭০ দশকের বামপন্থীদের সংগ্রাম জয়ের সূত্রে এই নাটকে সলিল চৌধুরীর তেভাগা অন্দোলন কেন্দ্রিক গানটি ‘হেই সামালো ধান’ তুলে ধরেছেন ।

জীবন থেকেই দর্শক সহজেই সমস্ত কিছু খুব সহজেই বুঝে নিতে পারেন । চিনি নিতে পারেন সত্যিকারের পথ আর পাথেয়কে । সত্যিই একটি চমৎকার হৃদয়স্পর্শী নাটকের পেছনে যে অভিনয়শক্তি শিল্পীদের কাছে প্রতাশিত থাকে তাঁরা তাদের প্রান উজাড় করে দর্শকের সামনে উপহার স্বরূপ মেলে ধরেছেন । উইনিটি মালঞ্চ এইরকম জনপ্রিয় একটি নাটক ‘চরিত্র’ রচনা করে যেরকম জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, ভবিষ্যতে তারা আরো বেশি বড় কিছু ভাববার আর উপস্থাপনের সক্ষমতা, সমর্থ ও আর জনসমর্থন পাবেন ।

পুরস্কারঃ

- হনুয়া কা বেটা নাটকটির জন্য- রাজ্য ‘নাট্য অ্যাকাডেমি’ পুরস্কার লাভ করেছেন ১৯৯১ সালে ।

- ‘চরিত্র’ নাটকটির জন্য ১৯৯৬ সালে- ‘অসময়ের নাত্যভাবনা’ পুরস্কার পায় । এখন পর্যন্ত আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন ।

বিশেষত্বঃ

- নাট্য প্রযোজনা, নাট্যোৎসব ছাড়াও নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজনও করেন এই নাটক দল । এইসব শিবিরে বিশিষ্ট নাট্যব্যাক্তিরা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান করেন ।
- জন্মলগ্ন থেকে স্থানীয় শিশু কিশোর, নবীন প্রবীনের নাচ, গান, কবিতা, শ্রুতিনাটকের অপূর্ব সংমিশ্রনে এই নাট্যদল প্রত্যেক বছর আয়োজন করেন কবি প্রনামের । অনেক সময় সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণীজনদের নিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনায় ভরে ওঠে এই দল ।
- ইউনিটি মালঞ্চের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিনোদনী মঞ্চ নির্মাণ করা। এখানে এই মঞ্চকে ঘিরে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে নিয়মিত থিয়েটার প্রদর্শন করা হয়। সর্বক্ষনের নাট্যকর্মীরা এখান থেকে নিজেকে আরও বেশি করে থিয়েটার চর্চায় নিযুক্ত করতে পারবেন।(CF-550)

অনীক নাট্যদল

নাটক চর্চার উদ্দেশ্য হল মানুষকে অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে সচেতন করা । শুভবোধ উন্নত করা , ভবিষ্যৎকে সমৃদ্ধ করা । এর জন্য নানান রকমের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় । যার জন্য আদর্শের তাড়নাও প্রয়োজন । জেলা থিয়েটারের ক্ষেত্রে নানান রকমের অসুবিধা থাকলেও প্রায় দলই তাদের কর্ম প্রচেষ্টার পরিচয় দিয়ে সাফল্য অর্জন করে চলেছে । উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অনেক নাট্যদল তাদের নানারকম প্রদর্শনী নাটক উপস্থাপনা করেছেন । বহুদিন ধরে বিধাননগরের অনীক নাট্যদল তার আকষর্ণীয় রকমের নাটক মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেছে । আবার সংস্কৃতি নাট্যদল ও তার অন্যতম প্রযোজনাগুলি উপস্থাপন করে আকষর্ণীয় হয়ে চলেছে । এরকম নানান দলের প্রযোজনার মান বিচার বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে এঁরা মানুষ কে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন , সাথে সাথে তাদের কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয়ও দিয়েছেন।

নাট্যচর্চা বেঁচে আছে মূলত প্রতিযোগিতা মঞ্চের সৌজন্যে। এইসব প্রতিযোগিতার ফলাফল নিয়ে ততটা ভাববার চেয়ে এরা যে নাট্যচর্চা মঞ্চে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব উপলক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সত্যিই খুব সুন্দর । এরা দর্শদের কাছ থেকে যেমন উৎসাহ পান আবার কোন কোন সময় উপহাসের ও মুখোমুখি হন । দর্শক , আদর্শরক্ষা ও সংগ্রাম সমস্ত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেই নাট্যদলগোষ্ঠীরা তাদের নাটক চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন । নানান বিখ্যাত লেখকের নাটক কোন কোন দল অভিনয় করেছেন বর্তমানে , এমনকী ভবিষ্যতেও আরও অভিনীত হবে । বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন রকমের সমালোচনাও হয়ে থাকে ।

‘অনীক’ নাট্যদল এর তৈরি করেছেন প্রানপুরুষ বিশিষ্ট নাট্যকার , নাট্য সংগঠক , বাংলার নাট্যকর্মী অমলেশ চক্রবর্তী । তিনি আদর্শনিষ্ঠ আন্তরিক চিরউদ্যমী সদা হাস্যময় থিয়েটার নিবেদিত

প্রান সম্পন্ন । এই নাট্যদলটি প্রতিষ্ঠত করেছেন ১৯৮৮ সালে ২৪ ডিসেম্বর । নাট্যকার অমলেশ চক্রবর্তী তার নিজস্ব জীবন দর্শনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাট্যদলটিকে আরাও প্রচার , প্রসার ও উন্নত করে তুলতে চেয়েছিলেন । বর্তমানে এই নাট্যদল এর ৩১ বছর পূর্ণ হয়েগেছে ।

অমলেশ চক্রবর্তীর এই দলের উৎসবের বিভিন্ন অধ্যায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ , পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় , তেমনি বাংলার সাথে যুক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এমনকি বিদেশের জার্মানি , আমেরিকা বা নেপালের থিয়েটার নাট্যকর্মীদের উদ্যোগ । এরই পাশাপাশি তাঁর পরিকল্পনায় ‘অনীক’ নাট্যদল নিয়মিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরের নাট্য প্রতিযোগিতাতে আয়োজন করে থাকেন । এর মধ্য দিয়ে নাটক চর্চার বিষয়টি শিশু কিশোর ও যুবক যুবতীদের মূল্যবোধের সাথে বিদ্যমান থাকে ।

সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও তাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির মাধ্যমে অসংখ্য মানুষের মনে এই নাট্যকার অমলেশ চক্রবর্তী তার ‘অনীক’ নাট্যদলটিকে তেমন পৌঁছেও দিয়েছিলেন । আর সেই কারনেই এই নাট্যদলের সদস্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যদলের সদস্যের কাছেও তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন । তিনি ব্যাক্তিস্বার্থবোধ ছাড়াই নানা রকম বাধা প্রতিকূলতা ও রাজনীতিক দিক থেকে নিজ মানসিকতাকে আরোও উন্নতার দিকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর সমস্ত রকম প্রচেষ্টা দিয়ে নাটকদলটি তৈরি হয়েছে । সত্যিই তাঁর অবদান অপরিসীম । তবে বর্তমানে তিনি জীবন থেকে অবসান নিয়েছেন । ২০১৬ সালের ৮ই ডিসেম্বর তাঁর অসীম প্রচেষ্টার তৈরী নাট্যদল ‘অনীক’ কে আরোও সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়ে মৃত্যুবরন করেছেন ।

আজপর্যন্ত তাঁর নাটকদল এর পরিচালনা করে চলেছেন অরুপ রায় । তিনিও তাঁর অসাধারন কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাট্যদলটিকে চালিয়ে যাচ্ছেন । সম্পাদক অরুপ রায়ের সাক্ষাতে জানা যায় – এখন পর্যন্ত তিনিই এই নাটক দলটির পরিচালনা করে চলেছেন । কেননা প্রতিষ্ঠতা অমলেশ চক্রবর্তী মারা যাওয়ার পর তাকে এই দলের পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় ।

'অনীক' নাটকদল তাঁর প্রথম প্রযোজনা ১৯৮৯ সালের ২৫ই মার্চ 'হলদি নদীর তীরে' নাটকটি অভিনয় করেন এই নাটকটি অত্যন্ত সুপ্রযোজিত নাটক । নাটক রচনা করেছিলেন – অমলেশ চক্রবর্তীর পরিচালনায় – মলয় বিশ্বাস । নাটকটির অভিনয় প্রথম হয়েছিল গিরিশ মঞ্চে । নাটকটির মধ্যে রাজনৈ্তিক দিকটিকে মলয় বিশ্বাস তার চরিত্রগুলি দিয়ে উপস্থাপনা করেছেন । এই নাটকটি 'হলদি নদীর তীরে' অনুভূতিকে এমন ভাবে নাড়িয়ে দেয় যা সহজলভ্য নয় , বিশেষত সাম্প্রতিক কালের প্রযোজনা ধারার মধ্যে এই প্রাপ্তি সত্যই খুব কম সময়েই দেখা যায় ।

এর পরবর্তী নাটক ১৯৯০ সালের ১৬ই অক্টোবর 'ক্রেমলিনের ঘড়ি' । পরিচালক মলয় বিশ্বাস এই নাটকটির বিষয়বস্তুর মধ্যে ১৯১৯ সালের সদ্য বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বিশৃঙ্খলা – চারিদিকের সন্দেহের বাতাবরণ । দেশের অর্থনীতি ধংসের মুখে । বন্ধ কলকারখানা , বিপর্যস্ত জনজীবন । দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষ বিল্লবের বিপক্ষে , সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে । বুর্জোয়াদের বিপ্লব বিরোধী প্রচার মানুষকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছে । বিপ্লবকে ধংস করার জন্য বিদেশী শক্তি অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । ঘরে বাইরে শত্রু । এইরকম প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা – সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে এগিয়ে আসেন লেলিন । তিনিই রাশিয়ার মানুষের প্রতি বিশ্বাস , ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিবর্তন ঘটান । তিনিই বন্ধ ক্রেমলিনের ঘড়ি টার কথা বলে সমস্ত লোককে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর ঘৃণার কথা জানান । লেলিনের অসামান্য দূরদৃষ্টি

এবং মনুষ্যশক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ও সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে লেলিনের বৈদুতিক করনের পরিকল্পনার অন্যতম হিসাবে মেনে নেন । জ্যাবলিনের মত বিরুদ্ধ মতের বিজ্ঞানী ও সরকারের প্রতি । সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাহীনতা ও হতাশার কবল থেকে মুক্ত হয়ে কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে ।

আর একজন সাধারন কারিগরের হাতে রাশিয়ার জীবন যাত্রাকে ব্যাহত করতে প্রতি বিপ্লবীদের হাতে অচল হয়ে যাওয়া 'ক্রেমলিনের ঘড়ি' আবার সচল হয়ে ওঠে । ঘড়িতে বেজে ওঠে ইন্টারন্যাশনাল । আর এই ঘণ্টা ধ্বনিতে রাশিয়ার নবজীবন প্রবাহ শুরু হয় ।

নাটকটি একটি প্রতিকী কাহিনী এবং তা বাস্তবতায় মোড়া । আমাদের মনে সাম্যবাদের পথে নানা ধরনের সংকট আসতে পারে এই অনুভূতি ভালোভাবেই পোঁছে দেয় ।

অনীক নাটকদলের তৃতীয় প্রযোজনা ১৯৯২ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হয় 'একজন প্রতারক' নামক নাটকটি । নাটকটির মধ্যে দিয়ে বর্তমান আর্থ সামাজিক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন সংগ্রামের কাহিনিকে নাট্যকার অমলেশ চক্রবর্তী তাঁর গভীর আন্তরিকায় নাট্য রূপ দিয়েছেন । পরিচালক মলয় বিশ্বাস ও দারুন ভাবে উপস্থাপনায় ভূমিকা দিয়েছেন ।

নাটকটির মধ্য দিয়ে রুগ্নশিল্প ও বন্ধ কলকারখানা পরিপ্রেক্ষিতটি খুব অর্থ বহ করেই দর্শন সমাজের চোখে ধরা পড়েছে । এছাড়া নাটকটির মধ্যে ফ্যান্টাসি ও রিয়ালিটির সংমিশ্রণ খুব সুন্দর ভাবে ঘটিয়েছেন । সাথে সাথে এটাও দেখিয়েছেন যদি কেউ সময়ের ও সমাজের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিজেকে বঞ্চিত ও রক্তাক্ত করেও সমাজ পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়ার সহযোগী শক্তি হয়ে নতুন জীবনের স্বপ্নকে সমাল করে তোলার চেষ্টা করে তবে সে প্রতারক হলেও মানুষের

মনে শ্রদ্ধার স্থান লাভ করে নেয় । সমস্ত কিছু মিলিয়ে নাটকটির মধ্য দিয়ে বাংলার প্রতিবাদি নাটকের ধারাকে আধুনিক মননের উপযুক্ত করে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

১৯৯৮ সালে ২৩ই নভেম্বর 'অনীক' নাট্যদল মঞ্চস্থ করেন 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া' নাটক । নাটকটির ভাষান্তর ও সম্পাদনা করেছেন অমলেশ চক্রবর্তী । আবহ পরিকল্পনা ও পরিচালনায় মলয় বিশ্বাস । নাটকটির মধ্যে ১৯২০ সালের সোভিয়েতের ঝোড়ো সময় । একদিকে গৃহ যুদ্ধ অন্য দিকে সিমান্তে সংঘাত , এরসাথে অর্থনৈতিক সংকত । সমস্ত রকম বিবাদের সম্মুখীন হয়েও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। এইসময় মিখাইল মাতরভের নাটক মুখ্যত তথ্য নাটক , এই নাতকটিতে লেনিনের সমাজ ভাবনার কথা উঠে এসেছে । নাটকটির মধ্য দিয়ে জীবনের দ্বন্দ্ব জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে । ২০০৯ সালের ২০ই সেপ্টেম্বর নাটকটি আরেকবার অভিনীত হয়েছে ।

১৯৯৬ সালে ২১ জুন পঞ্চম নির্দেশনা অভিনীত হয় 'সুখ চায় সুখ'। নাটকটি অমলেশ চক্রবর্তীর রচনা । পরিচালক মলয় বিশ্বাস । নাটকটির মধ্য দিয়ে সমাজের সকল মানুষই সুখ পেতে চায়। তবে এই সুখ বিভিন্ন রকম ভাবে সকলে পেতে আসা করে। কেউ বাড়ি , গাড়ি , কেউ চাকরি , কেউ ভোগ বিলাসে দিন কাটাতে চাই । কেউ বা ভালবেসে ভালবাসার মানুষটিকে উপলব্ধি করতে ও পুরোপুরি ভাবে পেতে চায় ।

এই সুখ পেতে সকল মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এগিয়ে চলেছে ও তাদের ব্যস্ততম জীবন কাটিয়ে চলেছে। তবে আজকের যুগে সত্য আর আর্দশ কি সুখের পথ খুঁজে পায় ? সত্য কি আপেক্ষিক ? সত্য কি চিরন্তন ? যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্যে কি সত্যের কি বাস্তবতা রয় না পরিবর্তন ঘটে ?

আর তাই আজকের এই গতিময় যান্ত্রিকতার জীবন ও সময়ের মধ্যে বোধ ও উপলব্ধি রয়েছে- এসব প্রশ্নকে ঘিরেই 'সুখ চাই সুখ' নাটকটির মঞ্চাভিনয় করে দেখানো হয় দর্শকের সামনে।

ষষ্ঠ প্রযোজনা 'পূর্ন অপূর্ন' নাটক ১৯৯৯ সালের ২২ আগস্ট । নাটকটির রচনা অমলেশ চক্রবর্তী করেন । নাটকটি গিরিশ মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল ।

নাটক ও মঞ্চস্থ হয়েছে । ১) হল্লা আসছে ভাগো ২) সমীক্ষা ৩) জল্লাদ ৪) আপকি আদালত।

আবার , শ্রুতি নাটক ও অভিনীত হয় – বিকল্পা , পুর্নজ্জীবন ।

পুরস্কার

আন্তর্জাতিক পুরস্কারঃ

১) লেবেদভ পুরস্কার (USSR) – ভালো সৃজন , নাট্যকার ও পরিচালক দিক থেকে এ পুরস্কার পায় এই 'অনীক' নাট্যদল ।

২) নুরুন নাহার সামাদ নাট্য পদক (বাংলাদেশ) পেয়েছে ।

রাজ্য পুরস্কারঃ

১) রাজ্য নাট্য অকাডেমি পুরস্কারঃ নাট্যকার হিসেবে খ্যাত হওয়ায় ।

২) রাজ্য নাট্য অকাডেমি পুরস্কারঃ – ভালো মঞ্চ দক্ষতার জন্য পায় ।

৩) রাজ্য নাট্য অকাডেমি পুরস্কারঃ – ভালো পরিচালক হয়ে ওঠায় লাভ করে ।

৪) রাজ্য নাট্য অকাডেমি পুরস্কারঃ – ভালো অভিনেতা হওয়ায় ।

৫) রাজ্য নাট্য অকাডেমি পুরস্কারঃ – ভালো অভিনেত্রী হওয়ায় ।

অন্যান্য পুরস্কারঃ

১) সুন্দরম পুরস্কারঃ 'ক্রেমলিনের ঘড়ি' নাটকটির অভিনয়ে সাফল্য পাওয়ার পর ।

২) দিশারী পুরস্কারঃ 'একজন প্রতারক' নাটকটির অভিনয়ে সাফল্য লাভ করে । পরবর্তীতে আরাকবার 'দিশারি পুরস্কার' পেয়েছে এই নাট্যদল ।

৩) নাট্য আকাডেমি পুরস্কার – 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া' নাটকটির সাফল্য পেয়েছেন ।

৪) জ্যোস্নামাখা দাস সমার্ক সম্মান পায়

ভালো সৃজন ক্ষমতার জন্য ও ভালো অভিনেত্রীর জন্য ।

দলের বিশেষত্ব

- অনীক নাট্যদল বিরোধী ফ্যাসিস্ট থিয়েটার উৎসব সংগঠিত করেন ১৯৯৫ সালে।
- ২০০ বছরের বাংলা থিয়েটার উৎসব পরিচালনা করেন ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে ।
- আন্তর্জাতিক থিয়েটার উৎসব – গঙ্গা যমুনা নাট্য উৎস সংগঠিত হয় ১৯৯৮ সালে । এই উৎসবে এই দলের বিশেষত্ব খুবই গুরত্বপূর্ন। এই সমায়ে কলকাতার পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল । কলকাতা বিভিন্ন নাটকদল , উত্তর চব্বিশ পরগনার বহু দল , পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার , অন্যান্য রাজ্য এছাড়া বাংলাদেশ , নেপাল , আমেরিকা , জার্মানি বিভিন্ন দল অংশ গ্রহন করেছিল ।
- এই দলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব রয়েছে । এইখানে স্কুল ও কলেজের নাটক প্রতিযোগিতা সমাহিত করা হয় । ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এই নাটক

দলে বিভিন্ন নাট্যদল তাদের প্রতিভা নিয়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করে । এখনও প্রর্যন্ত নাট্যদল এই প্রতিযোগিতা সংগঠিত করে চলেছেন ।

- ❖ আলোচনা বা সমালোচনা সভা ও অনুষ্ঠিত করে চলেছেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর গুরত্বপূর্ন দিকটিকে আরো শিক্ষাগত মান দিয়ে তাকে নাটক চর্চার কাজে এগিয়ে দিতে । এছাড়া সাধারন মানুষদের মনে নাটক চর্চা বিষয়টিকেও আরোও আলোকিত করে তুলতে প্রচেষ্টা করেছেন এবং বর্তমানেও আরোও করে চলেছেন ।
- ❖ নির্মিত করেছেন বায়ু থিয়েটার মঞ্চ – 'অনীক মুক্ত মঞ্চ' নামে ।
- ❖ নিজস্ব গ্রন্থাগার তৈরিও করেছেন – 'অনীক নাট্য গ্রন্থাগার'। এখানে নাটক এবং নাটক সংক্রান্ত বই , পত্রিকা রাখা হয়েছে , যা শত শত থিয়েটার কর্মীর প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে । বর্তমানে এখানে ৫০০ এরও বেশি বই রয়েছে ।

অনীক নাট্যদলটি অনেক সচেতনতার সাথে সংগ্রাম করেছে সে এত কিছু অর্জন করেছে , যার ফলে আরো কিছু আশা করা যায় এই 'অনীক' নাট্যদলের কাছ থেকে । এই নাট্যদলগোষ্ঠীর 'অনীক' নিজেই তার দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমস্ত রকম উদ্দেশ্য সাধন করেছেন । বর্তমানে এই নাট্যদল আরোও সুনাম অর্জন করে চলেছেন এবং করবেন বলে আশা করা যায়।

সংসৃতি নাট্যদল

১৯৯৫ সালে কেয়া চক্রবর্তী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমেই সংসৃতি নাট্য দল প্রতিষ্ঠা পায়। এর পরবর্তী ১৯৯৭ সালে সাতু সেন বিশেষ সংখ্যা ও ২০০০ সালে নাট্য সমালোচনার দর্পনে বাংলা থিয়েটার (১৯৭৮ -২০০০) প্রকাশিত হয় ।এই ২০০০ সালেই সংসৃতি শেখর চট্টোপাধ্যায় নাট্য সংগ্রহ প্রকাশ করেন ।প্রথমদিকে এই সংসৃতি'তে নাট্যপত্র হিসেবে কাজ করতে দেখা গেলেও পরে তারা তাদের নাট্যচর্চা করেও নাটক প্রযোজনা করেছেন ।

১৯৯৭ সালে দলের প্রথম প্রযোজনা 'প্রতিনিধি' নাটক দিয়েই শুরু হয়েছে ,নাটকটির রচনা করেছেন দেবাশিস মজুমদার, নির্দেশনা করেছেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায় ,মঞ্চস্থ করা হয়েছিল বিধাননগর 'রবীন্দ্রভবন' এ ।

নাট্যদলের প্রতি ভালোবাসা ও কর্মপ্রচেষ্টা মধ্য দিয়ে দলকে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।এরই মধ্যে তাদের অনেক প্রযোজনায় মঞ্চস্থ করা হয়েছে।দলের প্রায় ২৫ বছর হয়ে গেলেও তারা তাদের নাটক চর্চা ও মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ। দ্বিতীয় নাটক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' অকাডেমিতে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ব্রাত্য বসুর। নির্দেশক বা প্রযোজনা করেন দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক মন্ত্রী সভ্যসাচী সেন পুলিশ হেফাজতে থেকেও কলকাতার একটি পার্কে অদৃশ্য হয়ে যান। পরে অবশ্য যখন ফিরে আসেন তখন সব কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। বৃদ্ধ মানুষটি পুরনো সময় গুলি মনে করার চেষ্টা করেন কিন্তু তা কখনো হয় না। বাস্তব দিকটিকেই নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন।

বর্তমানে ‘সংসৃতি’ নাট্যদলের প্রধান পরিচালক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নিজেই। তার পরিচালনায় নাটক এখনও পর্যন্ত অনেক নাটক মঞ্চস্থ করা হয় । আসলে তিনি অনেক নাটক নিজেই রচনা ও অভিনয় করেন। তাঁর দলে বর্তমানে ১০০ এর বেশি লোক যুক্ত রয়েছে।

বর্তমানে এই দল পাথারু, ক্যাডাফেরস, ইয়ে, সূর্য পোড়া ছায়,ড্রীম ড্রীম, ব্রেক মোল, বিকেলে ভোরের সর্ষে ফুল, ব্রেন, প্রায়শ্চিত্ত , আলতাফ গোমস,আপাতত এইভাবে দুই জনের দেখা হয়ে থাকে,জতুগৃহ , সওদাগরের নৌকা,তুঘলক,তাহার নামটি রঞ্জনা ,ভারতবর্ষ ইত্যাদি নাটক করেছেন।

এখন পর্যন্ত আরোও নাটক করছেন।

রাজনীতি গত দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে দলটি বর্তমানে সরকারের প্রচেষ্টায় তারা তাদের প্রযোজনা অন্যান্য দলের চাইতে বেশি করে দেখানোর সুযোগ পান।তবে তাদের দলের লোকেদের কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্যই দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে এমনকী ভবিষ্যতে আরোও অনেক ধরনের প্রযোজনা তারা মঞ্চস্থ করবেন।

পরিচালক দেবেশ চট্টোপাধ্যায় এর সাক্ষাৎকারে জানান যে তার এই দলকে তিনি বহু চেষ্টার মধ্য দিয়ে আজকের এইরকম পরিস্থিতিতে পৌঁছে দিয়েছেন।যদিও তারা প্রথমদিকে নিজেদের মধ্যে নাটক অভিনয় করতেন তবে ১৯৯৭ সালে পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিতা লাভ করে এই ‘সংসৃতি’ নামক নাট্যদল হিসেবে । দেবেশ চট্টোপাধ্যায় নিজেই নাটক রচনা করেন একথাও জানান এবং অভিনয়েও যুক্ত থাকেন। তবে তিনি দলের পরিচালক হিসেবে খুবসুন্দর ভাবেই নিজের সুক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে চলেছেন । দলটি ভবিষ্যতে আরোও উন্নতমানের নাটক মঞ্চস্থ করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রেখেই তিনি কার্য পরিচালনা করেন।

নাট্যদলটি ১৯৯৭ সালে যেহেতু পুরোপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করেছে সেহেতু এই সময়ের মধ্যে তারা কয়েকটি নাটক শুধু প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ করতে পেরেছেন।তবে এখনকার সময়ে এসে দেখলে দেখা যায় তারা প্রযোজনা ও মঞ্চস্থ করেছেন । তেমন বহু পুরষ্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

পুরষ্কার :

- পশ্চিমবঙ্গ যুবলীগের কাউন্সিল দ্বারা ভালো নাট্যকার হিসেবে পুরষ্কার পান ২০০২ সালে ।
- ভালো নাটক মঞ্চস্থ করায় ও সাফল্য পাওয়ায় ২০০৭ সালে ভালো নাটক একটি ' সূর্যপোড়া ছায় ' -সরকারি খেতাব পায় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে।
- ২০০৮ সালে ভালো নাটক ও ওয়ার্কশপ করায় – সত্যেন মিত্র পুরষ্কার পায়।

  এই বছরেই শ্যামল সেন স্মৃতি পুরষ্কার পান থিয়েটার গ্রুপ স্বপন সন্ধি থেকে।

- ভালো পরিচালক হিসাবেই খেতাব পান ২০০৯ সালে ।
- দ্বীনবন্ধু মিত্র স্মৃতি সম্মান পান ।
- নভেন্দু স্মৃতি সম্মান পান দেবেশ চট্টোপাধ্যায় । তিনি ভালো পরিচালক হিসেবে এই সম্মান পান ।
- জী গুরুদেব পুরষ্কার পান এই দল ।
- মুনাস থিয়েটার গ্রুপ থেকে 'আলোকশিল্পী চিটুট সরকার ' স্মৃতি থিয়েটার সম্মান ।
- কলকাতা ' নাটকওয়ালা ' থেকে পান দেবনারায়ন গুপ্ত সম্মান ।
- গোবরডাঙা 'শিল্পায়ন ' থেকে পান 'শিল্পায়ন সম্মান' ।
- কালিন্দী ব্রাত্য জন থেকে লাভ করেন বিষ্ণু বসু স্মারক সম্মান ।

এখনও পর্যন্ত এই দল বহু সম্মাননা ও পুরষ্কার পেয়ে চলেছেন ।নাটক চর্চাও অভিনয়ের প্রতি যে একরকম ভক্তি ও ভালোবাসা তা এই নাট্যদল টির মধ্যে অত্যন্ত নিটল । সমস্তরকম অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাতেও তারা তাদের দলকে কখনোই হারিয়ে যেতে দেননি ।এমনকী ভবিষ্যতে হয়তো দেবেন না। দলটির এক একটি নাটকের মধ্যে এক এক রকমের সমাজের বাস্তবতা কেই ফুটিয়ে তুলে ধরেছেন ।কখনও হাস্যকরভাবে , কখনও দঃখ-কষ্ট, বেদনার মধ্য দিয়ে আবার কখনও রাজনীতির পরিবেশকেও মেলে ধরেছেন । আসলে প্রতিটি দলের কাজই হল নাটকের মধ্য দিয়ে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা যাতে দর্শক ব্যাপারটি বুঝতে পারেন ।নাটক দেখে দর্শকের আগমন আরো বেশি করে ঘটে ।

তবে দলের কাজ যে শুধু অর্থ উপার্জন করা তা নয় ।নাটক চর্চার মধ্য দিয়ে যে সমাজে এক অন্যরকম ভাবে আনন্দ সঞ্চার ঘটানো যায় বা মনোরঞ্জন করা যায় সেই দিকটিকেও দেখানো হয় । 'সংসৃতি' নাট্যদল অবশ্য এইদিকটি করতে সক্ষম হয়েছে ।তাদের দলকর্মীরা নাটকচর্চা বিষয়টি অবশ্যই আন্তরিক ভাবেই ভালোবাসেন । আর ভালোবাসার দিকটি তাঁরা অফুরন্ত প্রচেষ্টার দ্বারা মঞ্চে মঞ্চস্থও করেন।

বিশেষত্ব :

- ❖ অন্য দলের মতো এই দলেও সেমিনার অনুষ্ঠান করা হয় ।

তবে ১৯৯৭ সালে দেখা গেছে ' কনভেনশনাল এডুকেশন ও চিলড্রেন থিয়েটার অনুষ্ঠিত হতে।

এখানে অনেকেই বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ।এদের মধ্যে সন্দীপ ব্যনার্জী , প্রদীপ ভট্টাচার্য , মোহিত রানাদীপ , তীর্থঙ্কর দে প্রমুখ ।এখানে সহ অর্ডিনেটর ছিলেন – সৌমেন সাহা।

- ২০০১ সালে ঊষা গাঙ্গুলি কে পাওয়া যায় সেমিনারে বক্তা হিসেবে ।এটি সংঘটিত হয়েছিল অকাডেমিতে ।
- একই বছরে Time organisation theatre বাংলা অকাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয় ।
- বিভিন্ন বিষয় ও বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ করা হয় ।
- নাটক বিষয় নিয়েও সেমিনার করা হয় ।
- সপ্তাহের মধ্যে ৫০ টি তারকার মধ্যে এই দলটি একটি স্থান অধিকার করে আছে ।

‘সংসৃতি ’ দলের প্রধান বিষয় হল নাটক করা ।এই দল নাটকচর্চা ছাড়াও নাট্যোৎসব ও করে ।তবে দলের লোকেরা বেশিরভাগই নাটকের সাথেই যুক্ত রয়েছে ।বেশিরভাগ তারা তাদের পেশাগত দিক থেকে নাটকের কাজের সাথেই জড়িত । তবে জীবিকা হিসেবে কেউ কেউ অন্য কাজে যুক্ত থাকলেও বেশি করে নাটকচর্চাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ।

দলটির র্তমানে ২৫ বছর অনুষ্ঠিত হয়েছে তবুও তাদের নাটকচর্চা কাজ ও অভিনয় সমস্ত কিছুকেই খুব সজাগ রেখে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন ।ভবিষ্যতে তারা আরো উঁচু পর্যায়ে হয়তো পৌঁছে যাবেন।

সুখচর পঞ্চম রিপোর্টারি থিয়েটার

বাংলার পাঁচ সংস্কৃতে পঞ্চম । এটা সর্বদা শিকড়ের প্রতিধ্বনির মত যেটা জন্ম দেয় বিশ্বে ভারতে থিয়েটার – পঞ্চম অথক পঞ্চম বেদ নামে । বিটোফেনের ফিফথা সিম্ফনির সর্বদা একটি মানসিক সুর রয়েছে তার বিশলতা ও সার্বজনীন তার জন্য । বাংলায় পঞ্চম নোট হল 'পা' যা সম্পন্ন হয় ভারতীয় কোন শাস্ত্রীয় সঙ্গিত ছাড়া । নট , নির্দেশক , সংগঠক মলয় মিত্র তাঁর দলের নাম রেখেছে 'পঞ্চম' । সুখচর পঞ্চম রিপোর্টারি থিয়েটার ১৯৯০ সালে মহালয়ার দিনটিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । প্রতি বছর এখন পর্যন্ত এই বিশেষ দিনটিতেই পালন করা হয় দলের জন্মদিন ।

মলয় মিত্রের সাথে সাক্ষাৎ কবিতায় জানা গেল তিনি শুধু নাট্যচর্চাকে একটি মাত্র পদ্ধতি এগিয়ে নিয়ে যায় না । তিনি আউগুস্তো বোয়ালের ইনভিসিবল ও ফোরাম থিয়েটার পোল্যান্ডের ইয়ের্জি গ্রোতোভস্কির 'পুত্তর থিয়েটার' ও জার্মানির গ্রিপস থিয়েটার যেমন বিশ্ববাসীর , তেমনই বিবিধ ধ্রুপদি , লোকনাট্য ও ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী পদ্ধতিতে ও নাটক মঞ্চস্থ করেন , তবে বিষয়বস্তু , প্রযোজনার স্থান ও দর্শক মানসিকতার উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর দর্শকের দরবারে পেশ করেন ।

দীর্ঘ ১২ বছর শহর থেকে বাইরে ভারতের বহু প্রান্তরে তিনি তার নাট্যচর্চার কাজকে পৌঁছে দিয়েছেন । থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়কে মলয় মিত্র তার নাট্যচর্চার কাজে স্থান দিয়েছেন । তাঁরই কর্ম প্রচেষ্টায় লেখাপড়া – সহ অভিজ্ঞ সকলেই নাট্যদলের । এখান কার সদস্য প্রায় ১০০ জনেরও বেশি । মলয় মিত্র জানান , আমরা খুব বড় মাপের কাজ হয়ত এখনও করে উঠতে পারিনি তবে একটি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলেন দলের সকলেই কাজটাকে ভালোবেসে করেন । টিভি , সিনেমার লোভনীয় দিকটি উপেক্ষা করে তারা শুধু ভালবেসে অনেক সাধারন মানুষ ও

তাঁর এই দলের কাজ করতে এগিয়ে এসেছেন । এখনও পর্যন্ত তাঁরা তাদের অসীম প্রচেষ্টায় নাট্যচর্চা কাজ করেও চলেছেন । বর্তমানে ২৩ বছর পর্যন্ত এই দল হয়ে আসলেও কোন সরকারি বেসরকারি অনুদানের দারস্থ হননি ।

আবেগের উপর অগাধ অবস্থা আর সেই আবেগেই তাদের নিরলস নাট্যকর্মযজ্ঞ করার মধ্য দিয়েই সুখচর পঞ্চম তার কাজের প্রেরনা সঞ্চার করেন । আর এই রকম আবেগকেই কাজে লাগিয়ে প্রথম মঞ্চস্থ করেন ১৯৯০ সালে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের রচিত নাটক 'বাইরের দরজা' । নির্দেশক ছিলেন মলয় মিত্র । ১৯৯০ সালেই আরোও নাটক অভিনীত হয়েছে 'কে' ও 'নয়ন কবিরের পালা' । 'কে' নাটকটির নাট্যকার হলেন গোপাল দাস । আর 'নয়ন কবিরের পালা ' নাটকের নাট্যকার নভেন্দু সেন । পরিচালক দুটিরই মলয় মিত্র । দি প্রোগাম ইজ নাটকটির নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নিদের্শক মলয় মিত্র ১৯৯৮ সালে স্পনসরড বাই গল্পাবল্মনে রচনা করেছেন ।

একটি তালিকার মধ্য দিয়ে দেখা যায় মলয় মিত্র পরিচালিত প্রযোজনা-

নাটক	নাট্যকার	নির্দেশক	প্রথম অভিনয়
বাইরের দরজা	মোহিত চট্টোপাধ্যায়	মলয় মিত্র	১৯৯০
কে	গোপাল দাস	মলয় মিত্র	১৯৯০
নয়ন কবিরের পালা	নভেন্দু সেন	মলয় মিত্র	১৯৯০
অস্তিত্ব	গোপালচন্দ্র দাস	মলয় মিত্র	১৯৯১
কলঙ্ক	জ্যোৎস্নাময় ঘোষ	মলয় মিত্র	১৯৯১

রক্তকরবী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মলয় মিত্র	১৯৯১
সাড়ে ৯ টা	জগদীশ চত্রবর্তী	মলয় মিত্র	১৯৯১
মাছ	গোপাল দাস	মলয় মিত্র	১৯৯২
প্যালার স্বপ্ন	মলয় মিত্র	মলয় মিত্র	১৯৯৩
অচলায়তন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	মলয় মিত্র	১৯৯৩
ছুটি	মলয় মিত্র	মলয় মিত্র	১৯৯৭
মনিকাঞ্চন	বদল সরকার	মলয় মিত্র	১৯৯৮
মড়াখেঁকো ম্যাজিসিয়ান	মলয় মিত্র	মলয় মিত্র	১৯৯৯
ছকের মানুষ	মলয় মিত্র	মলয় মিত্র	২০০০
সবুজ ঘর	মলয় মিত্র	মলয় মিত্র	২০০০

দলের বিশেষত্বঃ

- এই দলের একটি অন্যরকম বিশেষত্ব হল ‘জলসাঘর’ নামে আর্ট গ্যালারি , এটিকে স্টুডিও থিয়েটারও বলা হয় । পশ্চিমবঙ্গের এই প্রথম আর্ট গ্যালারি যা এই নাটকদল উপস্থাপন করেছেন । এই আর্ট গ্যালারির একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে ৬-১৯ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০০ ছবি থেকে বাছাই কররে ৩০ টি ছবি প্রদর্শনী চলে প্রতি বছরই । এই জলসাঘর উদ্বোধন করেছেন বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

- ❖ প্রতি বছর এই নাটক দল 'শিশুতীর্থ' নামে সামার ক্যাম্পের আয়োজনও করে থাকেন ।
- ❖ প্রথম প্রকাশনা তার প্রথম বই 'দর্শকের দরবার' – এর মতো এই থিয়েটার সংক্রান্ত বই প্রকাশ করেছেন এই নাট্যদল ।
- ❖ 'ব্রত' নামক প্রকল্প তৈরির কাজ সম্পর্কেও মলয় মিত্রের কাছে জানা যায় ।
- ❖ অচলায়তন ২১ বছর পর , মহাবিদ্যা ১৯ বছর পর এবং পঞ্চতন্ত্র নাটকটি ৯ বছর পর পুনর্নির্মান করে মঞ্চস্থ করেন এই নাট্যদল ।
- ❖ লোকসংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করেন এই নাট্যদল । দমদম সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিদের শুদ্ধিকরন নাট্যকর্মশালা সহ বিভিন্ন স্কুলে শ্রেনী অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ , ফুটপাথের বাসিন্দা ও গ্রামের লোকজনকে নিয়ে নিজেদের মতো নাট্যপ্রযোজনা করেন । এছাড়া শহরে শীততাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে নাট্যরঙ ব্যাক্তিদের নিয়ে প্রযোজনা করেন অচলায়তন , আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র । ছোটদের-পুতুলের বিয়ে , বিভীষন , গনশার চিঠি নামক নাটক মঞ্চস্থ করার উদ্দীপনা ও সাহসও জোগান ।
- ❖ অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ন সরকারে এই সুখচর পঞ্চম রিপোর্টারি দলের বেশির ভাগ প্রযোজনায় অভিনেত্রী অনিতা সরকার মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন ।

সংলাপ-কলকাতা নাট্যদল

সংলাপ-কলকাতা নাট্যদলটি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার , দলটি ১৯৭৯ সালে ৭ নভেম্বর গড়ে উঠেছে ।বহুবছর ধরেই দলটি নাটক করে চলেছে। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনা ছাড়াও বহু

জায়গায় এই দল নাটক করেছে। নাম দেওয়া হয়েছে সংলাপ কলকাতা ।দলের প্রধান পরিচালক হলেন কুন্তল মুখোপাধ্যায় ,বর্তমানে ইনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ।তাঁর এই দল নিজের রচিত নাটক অভিনয়ের দ্বারা মঞ্চস্থ করেন । পুরষ্কার পেয়েছেন মঞ্চ সাফল্যমন্ডিত নাটক ১৯৮০ সালে 'ইস্পাত' নাটকের জন্য ।

কুন্তল মুখোপাধ্যায় রচিত বই Theatre And Politics, এই বইয়ে তিনি তাঁর মন্তব্য তুলে ধরেছেন । বইটির মধ্য দিয়ে থিয়েটারের সাথে সাথে যে রাজনীতির প্রভাব তা দেখিয়েছেন। এখানে দেখা যায় যে রাজনীতির কাছে হেরে যায় মানবনীতি অর্থাৎ অনেকসময় প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকলে রাজনীতি এগিয়ে সেটিকে বন্ধ করে দেয় ।রাজনীতির যে ক্ষমতা আছে তা দেখা ও বোঝা যায় ।

তাঁর দলটি অনেকটাই পুরানো দিনের বলা যায় ।প্রথম দিকে তারা তাদের নাটকচর্চা কে অভিনয় করার জন্য প্রচন্ড চেষ্টা চালিয়েছেন ।

পরবর্তীতে সাফল্যও পেয়েছেন । স্থায়ী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেন ।তাঁর নিজের রচিত নাটক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিনয় করে দেখান ।

প্রথম রচিত নাটক ১৯৮০ সালে ইস্পাত নামক নাটক ।দ্বিতীয় নাটক 'দিশা ' ।প্রতিটি নাটকই তার সাফল্য পায় । তবে প্রথম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা হিসেবে ' ঘরে ফেরা ' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। ১৯৯৪ সালে ২৯ আগষ্ট রচনা করেন এই নাটকটি।

এই নাটকটির মধ্যে শ্রী অভিক মিত্র একজন প্রফেসর ।যিনি J.N.U. তাঁর পৈতৃক বাড়ি শিলিগুড়ি এখানে তিনি তার স্ত্রী অ্যানাকে সাথে নিয়ে আসেন এবং পরিবারের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এক

পরিবেশ খুঁজতে থাকেন ।কিন্তু অন্যরকম একটা দ্বন্ড দেখা যায় ।অ্যানা আস্তে আস্তে তাঁর পরিবারের সাথে যে চরম মানসিক নিঃসঙ্গতা তা প্রকাশ করেন । আসলে 'ঘরে ফেরা ' নাটকের মধ্য দিয়ে সকলের যে একান্ত আলাদা করে মানসিক চাওয়া পাওয়া রয়েছে তা দেখানো হয়েছে ।বর্তমান পরিবেশের ক্ষেত্রেও একি রকম পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষই চায় তার নিজের মনের মতো করে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ খুঁজে পেতে ।কিন্তু বাস্তবে তা হয় না , কোন না কোন দ্বন্ড উপস্থিত থাকেই ।

প্রতিটি নাটকের মধ্য দিয়ে কোন না কোন বিষয়কেই সকলের সামনে তুলে ধরা হয় । সেইরকম দলটি একটু আলাদা বিষয় তুলে ধরেছে ।

১৯৭১ সালের বাংলাদেশর পটভূমিকা নিয়ে রচনা করেছেন ' স্বপ্ন নিয়ে ' নাটকটি । নাটকটির বিষয়ে অনুপ্রেরনা লাভ করেন লরিয়ন হ্যানসবেরির 'A raisin in the Sun ' নাটকটির মধ্য থেকে। এখানে মহামায়া সেন ও তার পরিবারকে বাধ্য করেছে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি ছেড়ে আসতে ।সাথে সাথে তুলে ধরেছেন জীবনের মূল্যকথা । একদিকে তাঁর স্বামীর অমানবিক আচরন অন্যদিকে সবকিছু হারিয়ে ফেলার বেদনা । সমস্ত রকম আনন্দ ,দুঃখ -কষ্ট, উত্থান-পতন সবকিছু মিলেই তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে ।কিন্তু সে সুষম পথ খুঁজে পায়নি । মহামায়া তার ছেলে ও মেয়েদের আঁকড়ে ধরে বাঁচতে স্বপ্ন দেখেছেন ।

নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয় ১৯৯৬সালের ২১শে আগস্ট।

ক্লাসিক ধারা রামায়ন থেকেই সংগ্রহ করেছেন কুন্তল মুখোপাধ্যায় এমন একটি রচনার নাম দেন শূদ্রায়ন ।তিনি বা তাঁর দল তাঁরই রচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন তা তিনি নিজেই জানিয়েছেন ।

আমি সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে একথা জানতে পেরেছি ।মর্ডান জগতের প্রাসঙ্গিকতা এবং ধীরে ধীরে সামাজিক দৃষ্টিকে থেখে নির্দেশ করেছেন এবং দেখিয়েছেন তাদের ঐতিহ্যের মূল্য বর্তমান অনুজাত প্রজন্মের কাছে কতটা কেমন? এই বিষয়কেই ভারতের প্রজন্মের মধ্য দিয়ে রামায়নে যেমন ছিল তার চিত্রের কিছুটা নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন ।নাটকটি মঞ্চাভিনয় উপযোগী করে তুলেছেন , ১৯৯৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তা অভিনীত ও হয়েছে ।

প্রতিটি নাটকেই আলাদারকম ভাবনা রচনা ও মঞ্চাভিনয় করার চেষ্টা করেছেন ।এমনকী নাটকের বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ও দর্শক আকর্ষণ করে সেদিকেই ভালোভাবে নিজেকে লক্ষ্য রেখেই নাটক লিখেছেন ও অভিনয় করেছেন । তারই প্রযোজিত ২০০০ সালে আরেকটি নাটক 'কালচক্র' । নাটকটির পটভূমি এখনকার সময় থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগের বঙ্গভূমি ।তখনকার সময়ে বৌদ্ধ মহাযান পন্থার সমাজসেবা আর তান্ত্রিক ব্রজযানের ব্যক্তিগত নির্মান এর সঙ্গে অভ্যন্তরীন দ্বন্দের সাথে জড়িত হয়ে ব্রাহ্মন্য ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধ বাঁধে ।এই বিরুদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছেন জেলে , কৈবত্য ,বাগদীদের জালিক গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোক । লোকায়তভাবে লুই সিদ্ধা সহজিয়া জীবনদর্শন দ্বারাই আকৃষ্ট হয়েছিল সাধারন মানুষরা ।আর এই সময়েই আর্বিভূত হতে দেখা যায় প্রথম মনীষী দীপঙ্কর কে । এই বিষয়টি কোন নির্দিষ্টভাবে গল্প বা ধাঁধা বলা চলে না ।কালের চক্রের মতোই নানারকম খন্ড খন্ড পরিস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছে । আর নাটকটি কালের চক্রের আবর্তনের মতো আবর্তিত হয়ে চলেছে । যা আমাদের সামাজিক , সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেও এই চক্রের মতোই আবর্তিত হতে দেখা যায় ।

পরবর্তীতে নানান রচনা প্রযোজনা করতে দেখা যায় – হায় রাম ,ভবম চলেছে যুদ্ধে ,ফেরারি ফৌজ , আস্ত্ররোগ , আবর্তন ,লাঠি কান্ড, রত্নাকার ,নিরাশ্চয় , অমল সিনড্রোম, ঈশ্বরের খোঁজে ইত্যাদি ।

নাট্যদল ও দলের প্রধান সম্পাদকের প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত দলটি সক্রিয় রয়েছে ।প্রথম দিকে বহু নাটক প্রযোজনা করলেও কিছু বছর থেকে দলটি বছরে অন্তত একটি করে নাটক করে থাকেন ।তবে তাঁদের দল প্রত্যেক বছর ১২ থেকে ১৮টির ও বেশি শো দেখান ফলে পরিসর অনেকটাই বেড়ে উঠেছে ।

প্রত্যেকটি নাটক ও অভিনয় করার জন্য বিষয়োপযোগী সাজসরঞ্জাম যুগিয়ে চলেছেন ।উন্নত ধরনের সাজপোশাক থেকে সবকিছুই আধুনিক উপযোগী করেই উপস্থাপনা ও মঞ্চস্থ করেন ।

পুরষ্কার :

- ১৯৮০ সালে ইস্পাত নাটকটিতে গর্কিসদনের শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার পান ।
- ১৯৯৩ সালে 'দিশা ' নাটকটির জন্য ' ড্রামা অকাডেমি অফ ইন্ডিয়া ' পুরষ্কার পান।
- ১৯৯৪ সালে 'ঘরে ফেরা ' -পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অকাডেমি পুরষ্কার লাভ করেন ।
- ১৯৯৮ সালে ' শূদ্রায়ন ' নাটকটিতে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অকাডেমি পুরষ্কার ।
- ২০০০ সালে ' কালচক্র ' একই পুরষ্কার পায় ।

- ২০০৩ সালে ' হায়রাম ' একই পুরষ্কার পায় ।
- ২০০৪ সালে 'ভবম চলেছে যুদ্ধে ' নাটকটিতে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অকাডেমি পুরষ্কার ।
- ২০১৩ সালে ' অমল সিনড্রোম ' নাটকটিতে সত্যেন মিত্র পুরষ্কার পান ।

  এখন ও পর্যন্ত নানান সম্মাননা ও পুরষ্কার পেয়েছেন ।

বিশেষত্ব :

- ❖ সেমিনার অনুষ্ঠিত করা হয় ।
- ❖ ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা তৈরী করা হয় ।এই বিষয়টি সর্বদা এই নাট্যদলটি স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে উপস্থিত করান । এই সমস্ত বিষয়কে উপযোগী করতে ছোট মাপের নাটকও অভিনয় করে দেখানো হয় ।
- ❖ থিয়েটার উৎসব অন্যান্য দলের মতোই অনুষ্ঠিত করা হয় ।তবে এটি অডিটোরিয়াম হলে করা হয় । ১৯৯৫ সালের পর থেকে কলকাতাতে দেখানো হয় ।
- ❖ এই দলে একসময় হংকং এর নাট্যদল উপস্থিত থেকে 'সংলাপ -কলকাতা' দলটিকে আমন্ত্রন জানিয়েছেন ।এই থেকে বোঝা যায় দলের কর্মপ্রচেষ্টা ও দল কর্মীদের কাজের গুরুত্ব কতটা উন্নতপর্যায়ের ।
- ❖ জেলার অনেক দলই এই দলে উপস্থিত থেকে তাদের নাটকচর্চা বিষয়ে যে কর্মপ্রচেষ্টা ও গুরুত্ব তার পরিচয় দিয়ে যায় প্রোতিযোগিতায় অংশগ্রহন করে ।
- ❖ নাটকের প্রতিটি শ্রেণীতে নৃত্যপরিকল্পনা বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় ।

নান্দীপট

নান্দীপট নাট্যদলের তৈরি ১৯৭৯ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর । এই দলের বর্তমানে পরিচালক প্রকাশ ভট্টাচার্য । এখনও পর্যন্ত তিনি বহু নাটক রচনা ও মঞ্চস্থও করে চলেছেন । এই দলের প্রথমদিকে দেখা গেছে বিভাস চক্রবর্তী দ্বারা নাটক মঞ্চস্থ করতে । ১৯৯০ সালে 'শ্বেত সন্ত্রাস' নাটকটি পরিচালিত হয়েছে। এই নাটকটির মধ্য দিয়ে যুদ্ধের কথায় ফুটে উঠেছে । একটি কাল্পনিক নাম না করা রাষ্ট্র একনায়কতান্ত্রিক। অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্ব কায়েম করেতে চায় । যুদ্ধ নির্মানও যুদ্ধকে ছাড়িয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে । আর এমন সময় এক ভয়ঙ্কর মরন রোগ মহামারীর আকার ধারন করে সমস্ত দেশে সিত রোগ বা শ্বেত রোগ । মারা যায় বহু নামুষ একদিকে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় । অন্যদিকে একজন মানব সেবক আবিস্কার করেন এক প্রতিষেধক এই রোগ নিরাময়ের জন্য । এই সময় যুদ্ধাস্ত্র কারখানার মালিক ব্যারন ক্রউগকে ও সর্বোচ্চ ক্ষমতার বাধ্য হয় । শেষ পর্যন্ত দুজনেই গনশত্রু রূপে পরিচিত গালেনের কাছে অবসান ঘটে ।

যুদ্ধবাজদের হাতে প্রায়ই সময় আক্রান্ত হয়েই চলেছেন শান্তি প্রচার করা । ফলে যুদ্ধ এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে । আর যুগে যুগে পাপবিদ্ধ রূপে যুক্ত হয়ে চলেছে হিটলারের মতো ব্যক্তিগন । নানাদেশে নানারূপে কখনও তারা স্বৈরতান্ত্রিক , কখনও গণতান্ত্রিক , কখনও বা ধর্মতান্ত্রিক । এই রকম বৈশিষ্ট্য গুলিকে সত্যই দারুন বাস্তব সম্মতভাবে বিভাস চক্রবর্তী তার নাটককে মঞ্চস্থ করেছেন । নাটকটি পুনরায় পুননির্মান করে ২০০৩ সালে আবার দেখানো হয়েছে । ১৯৯০ সালে এই 'নান্দিপট' নাট্যদল এই রকম নাটক অভিনয় করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিল । যার ফলে এই দল ভবিষ্যতের পথে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে চলেছে । আর ঠিক এই কারনেই 'শ্বেত সন্ত্রাস' নাটকটি

আরও প্রাসঙ্গিক , অর্থবহ হয়ে উঠেছে । শ্বেত সন্ত্রাস নাটকটি বাংলা অনুবাদ করেছেন অসিতবরন দে । আর পুনর্লিখন – বিভাস চক্রবর্তী ।

'সুকুমার রায়ের রঙ চোবানো' নাটকটিও মঞ্চস্থ করা হয় । নাটক রচনা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ও নির্দেশনা বিমল চক্রবর্তী । নাটকটির মধ্যে সুকুমার রায়ের আশ্চার্য জগতের থেকে পাগলা দাশু কি করে এই আমাদের সময়ে আসল তার কথা জানিনে বললে চলবে না । নাটকটি যখন ফাঁদা হয় তখন বোম্বেগড়ের রাজার সভার কথা আসে । সেই বিখ্যাত কাক মহাশয় অর্থাৎ দ্রিঘাংচু এসে সভায় বললেন অমনি রাজার পতন , আর ওমনি পাগলা দাশু এই সভায় এসে উপস্থিত । আসলে নাটকটির মধ্যে অনেকটাই কাল্পনিকতার মধ্য দিয়ে বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন দর্শকদের সামনে ।

কুমড়োপটাশ, চন্ডীদাসের খুড়ো, ব্যাকরন সিং বি এ, ষষ্ঠীলোচন , প্যালারাম , খালিপরের রাজা- এম্নিতর নানান সুকুমারী চরিত্রের ছন্দে গানে রঙ্গে এই অনিশ্চিত অস্থির সময় আর গল্প না বলা নাটক সুকুমার রায়কে প্রনাম জানায়। জয় সুকুমার বলে করহ প্রনাম, নাটকটির মধ্যে কৌতুকতার পরিচয় পাওয়া গেছে নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী খুব সুন্দর করেই মঞ্চস্থ করতে পেরেছেন।

'আপদ' নামক নাটকটির রচনা করেন রজত ঘোষ , নির্দেশনা- বিমল চক্রবর্তী । এই নাটকটির মধ্যে এক দরিদ্র ব্যক্তি রঘুনাথ , নিশিপুর গ্রামে তার মুদির দোকান । এখানে সারা দিনে যা কেনা-বেচা হয় তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় । তার মনে হয় ঈশ্বর যাঁকে দেন উজাড় করে দেন আর যাঁকে বঞ্চিত করেন তাঁর কণাটুকুও কেড়ে নেন ।

একসময় পৌষ মাসের এক তুমুল বৃষ্টির রাতে এমন এক অমুল্য সম্পদ তার হাতে আসে যা কোন মানুষের জীবন বদলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট । কিন্তু রঘুনাথ এমন এক বিত্তমান চরিত্রের মানুষ যে অনাহৃত সেইই সম্পদের বোঝার ভারে বিপর্যস্থ হয়ে পরেন । হাতে তার দারিদ্র থেকে মুক্ত পাওয়ার উপায় থাকলেও সে তা করেননি ।

জীবন কখনও থেমে থাকেনা । এত ঝুকির পরও রঘুনাথের মতো অতি বাস্তব চরিত্রকে হার মানায় । কিন্তু রঘুনাথের মতো মানুষ হেরে যায় না । এত মানুষের মধ্যেও সে ব্যতিক্রমী । সে সমস্তরকম বিপদ থেকে সে স্বস্তি ও মুক্তি পায় তাই আমাদের কাছে রঘুনাথ একটি মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে উঠেছে। নাটকটি গিরিশ মঞ্চে খুব ভালো ভাবে ২৮ নভেম্বর অভিনীত হয়।

নান্দীপট দলের পরিচালক প্রকাশ ভট্টাচার্যের সাক্ষাতকার থেকেই জানতে পারি । তিনি জানান নান্দীপট এখন পর্যন্ত বহু নাটক দেশে বিদেশে বহু জায়গায় অভিনীত করে চলেছে ।

বিশেষত্বঃ-

- ❖ আন্যান্য দলের মত এই দলেও সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত করেন ।
- ❖ বছরে নাট্যোৎসব পালন করা হয়।

সোদপুর রাইজ নাট্যদল

সোদপুর রাইজ নাট্যদলের পরিচালক বিপ্লব মালাকার। এই দলটি খুব পুরনো দল নয়। দলটি ১৫০টির বেশি প্রযোজনা দেখিয়েছেন। তাদের দলে ৫০জনের ও বেশি কাজ করেন। তাঁরা তাঁদের কর্ম প্রচেষ্টা দিয়ে দলটিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা ছাড়া ও অন্যত্র অভিনয়ের জন্য এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

এই নাট্য দলটি একটি সৃজনশীল নাট্য দল। রাইজ এর আক্ষরিক অর্থ উদয়। সচেতনতার আলোকে উদ্ভাসিত মান হুশ আজ যান্ত্রিকতার নাগপাশে বন্ধ হয়ে কেবলই ভ্রান্ত, পরিশান্ত। তার মধ্যে থেকে ও এই দল তাদের কর্ম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তারা প্রায় অনেক দিন থেকেই নাটক চর্চা করেন বলেই দলের পরিচালকের সাক্ষাৎকারে তা জানতে পারি। সমস্তরকম পরিবেশের মধ্যেও ‘উদয়' তার নাটক পরিচালনা করেছেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক নাম -ঘাট ফ্রি, অতীত কান্ড, সূর্য নেই স্বপ্ন, অথো স্বর্গ বিচিত্রা প্রভৃতি।

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের প্রযোজনা দেখানো চেষ্টা করেন। দর্শকদের মনোরঞ্জন উপযোগী করে মঞ্চাভিনয় দেখাতেও চেষ্টা করে চলেছেন।

দলের বিশেষত্ব:

- ❖ থিয়েটারের করা ছাড়া, নাম, মার্শাল আর্ট করান।
- ❖ প্রকল্প রচনা করান
- ❖ পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যকলাপ করতে এই নাট্য দল সাহায্য করেন।

উপসংহার

থিয়েটারের ভূমিকা অপরিসীম। তবে নাটক না হলে থিয়েটার অসম্পূর্ণ। নাটক ও থিয়েটার পরস্পর যুক্ত। একটি নাটক সবসময় মঞ্চ থিয়েটারের মাধ্যমেই সাফল্য পায়। ফলে থিয়েটার এর মুখ্য কাজ হল নাটক কে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সমাজে সকলের সামনে তুলে ধরা।

থিয়েটার এমন এক জীবন ঘনিষ্ঠ শিল্প মাধ্যম যার প্রধান ভিত্তি হলো বিশ্বাস। পারস্পরিক, সহমর্মিতা, দায়বোধ শিল্পের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকতেই হয়। তাই দলের লোকদের সবসময় মাথায় রাখতেই হবে যে সর্বোপরি ভালো থিয়েটার করার মানসিকতা যাতে অর্জন করতে পারেন। আসলে থিয়েটার মানুষের সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা বোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এছাড়াও থিয়েটারের প্রধান লক্ষ্য হল সামাজিক দায়বদ্ধতাকে নিয়ে সকলের কাছে পৌঁছেদেওয়া।

বাংলা ভাষায় ড্রামা এবং থিয়েটারের জন্য আমরা আলাদা শব্দ ব্যবহার করি না। থিয়েটার আর ড্রামার জন্য একটাই শব্দ নাটক ব্যবহার থাকি। তবে ড্রামা যদি নাটক হয়, থিয়েটার হল নাট্যকলা। একজন লেখক নাটক লেখেন ঠিকই কিন্তু যখন সেই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তখন সেটি নাট্যকলা বা থিয়েটার। দর্শক মূলত নাটক দেখেন রসাস্বাদন বা বিনোদনের জন্য। নাটকটির অভিনয় তাকে আকৃষ্ট করতে পারলে গভীর মনোযোগ দিয়ে নাটকের গভীরে প্রবেশ করেন। নাটকের সাথে যুক্ত হয় তার মানসিক দিকটা। অন্যদিকে নাটকটির অভিনয় তাকে আকৃষ্ট করতে না পারলেও উপযুক্ত শিল্প থেকে নানা জিনিস এনে সংযোজন করে এই শিল্পকলাটি তৈরি করা হয়। নাটক নাট্যকলার একটি অংশ মাত্র, যেমন একটি অংশ অভিনয়। গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের লেখক কবির সঙ্গে পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ হয় না। কিন্তু নাটকে যোগাযোগটি সরাসরি হয়ে থাকে।

বতর্মানে নাট্যদল গুলি বিকল্প থিয়েটার ভাবনার কথা ভাবছেন। তাদের মত হল পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে নতুন পথের সন্ধান করার লক্ষ্য। বিকল্প থিয়েটার নিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা ভাবছেন কিভাবে নাটককে আরো বেশি নান্দনিক ও গ্রহনযোগ্য করে তোলা যায়। থিয়েটার মানুষকে আকৃষ্ট করে ঠিকই তবে মানুষ যেরকম আধুনিকতার সাথে সাথে এগিয়ে চলেছে তাতে রুচি ও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। আর দর্শকদের মানসিকতার ওপর নির্ভর করেই থিয়েটারের পরিকাঠামো ও নাটক এর পরিবর্তন করতে হচ্ছে। কেননা দর্শক ও থিয়েটার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দর্শকদের আকৃষ্ট ও মতাদর্শেই থিয়েটারের কোন একটি নাটক সাফল্য পায়। আবার কোন সময় নামের দ্বারাও সাফল্য পেয়ে যায়। ফলে সবদিকটাই মাথায় রাখতে হবে দলের পরিচালকদের যাতে দর্শকদের আগমন আরো বেশি পরিমাণে ঘটে।

প্রতিটি নাটকের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ কৌশল ও অভিনয়গুন সাফল্যে পৌঁছাতে এগিয়ে দেয় । কলকাতা দূরদর্শন নিবেদিত নাটক পরামর্শর পরিবেশনায় ‘কাঁকিনাড়া নবমুখ নাট্যসংস্থা’ প্রযোজক অরুময় বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুময়বাবু জানান সম্প্রতি ডিডি বাংলায় এই নাটকটি সাপ্তাহিক নাটক হিসাবে শুরু হয়েছে । দুই পর্বের এই নাটকটিতে অভিনয় করেছেন সমীর সেনগুপ্ত, সোনালী ভত্তাচার্য, দিপেশ চক্রবর্তী, অঞ্জন মজুমদার, অমিতাভ রায়, শান্তিময় ঘোষ ও চিরঞ্জিত ব্যানার্জী । আবহ সঙ্গীতে বিশ্ত রায় । নাটকটির মহড়া চলেছে কলকাতা দূরদর্শনের নিজস্ব স্টুডিওতে। শ্রম ও সাধনার সঙ্গে প্রয়োজন ভালো অভিনয় আরও ভাল হয়ে ওঠার জন্য ।

থিয়েটারে পারফেকশান ইংরেজি শব্দটিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে প্রকৃত তাৎপর্যময় করে তুলেছিল বহুরূপী । শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, অরুন মুখোপাধ্যায়দের শ্রম, সাধনা, শৈল্পিক উদ্যমে একসময় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ‘পারফেকশান’

কথাটি । একের পর এক প্রযোজনায় বহুরূপী দেখিয়েছিল কেমন ভাবে একটি প্রযোজক ‘পারফেক্ট’ হয়ে ওঠে ।

এরপর থেকে আনেক ব্যস্ত ও জনপ্রিয় দলের প্রযোজনায় ‘পারফেকশান’ কথাটি নানাভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে । সব দলই প্রায় এই পারফেকশান কে ছুঁতে চায় । এই নিয়ে বিস্ময় জাগে যে তাদের প্রযোজনা কতটা সফল, কতটা সফল নয় এটা নিশ্চয় বা বড় কথা নয় । বড় কথা এই ছুঁতে চাওয়া । যত্ন স্নেহ মমতা নিশর্ত ভালোবাসা এ সবই যে কোন ও সৃজনের প্রাথমিক শর্ত। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রতিটি দলের মধ্যে সবসময় থাকাটা জরুরি। এগুলি থাকলে বাংলা থিয়েটারের দর্শক সাধারণত আগ্রহী হবেন, মনযোগী হবেন সেই দলের প্রতি এবং দলের প্রযোজনার প্রতি । বাংলা থিয়েটারে প্রতিটি দলই কোন না কোন অলাদারকম ভাবেই তাদের প্রযোজনার মাধ্যমে পরিচিত হয়ে আসছেন । প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক যেমন থাকে নেতিবাচকতাও থাকবে তবুও তাদের কর্ম প্রচেষ্টা ও সফলতাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেই হবে । দলের প্রতিটি পরিচালককেই সচেতন ও অগ্রনী ভূমিকা গ্রহনে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবেই । আর্থিক দিকটিকেও সমানভাবে গুরত্ব দিতে হবে ।

নাটকের আখ্যানের নাট্যদলটিও টিকে থাকার প্রয়োজনে ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আসরে । পুরষ্কার পাওয়ার জন্য আনেক দলের সাথে লড়তে হয় । অথচ এছাড়া দলকে অনেক সময় বাঁচিয়ে রাখাও যায় না । ফলে সচেতন প্রযোজনার আয়োজন করতে হয় যাতে দলেও আশা আরও বাড়িয়ে দেয় ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে দিতে ।

গ্রন্থপঞ্জি

- সন্দীপ দাস, ১মখন্ড, জেলা ও শহরতলির নাট্যচর্চা, ডি এন্ড পি গ্রাফিকস প্রা. লি., গঙ্গানগর, কলকাতা ৭০০১৩২

- ইলোরা নাটকের বর্ষকথা (পত্রিকা)

পরিশিষ্ট